সীমিত

মন্ত্রিসভা-বৈঠকে ২০১৪-২০১৮ মেয়াদে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিসভা-বৈঠকে ২০১৪-২০১৮ মেয়াদে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.cabinet.gov.bd

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়
পৌষ ১৪২৮/জানুয়ারি ২০২২

মুখবন্ধ

মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে মন্ত্রিসভাকে অবহিত করার জন্য প্রতি তিনমাসে একবার মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে মন্ত্রিসভার সাপ্তাহিক বৈঠকে উপস্থাপন বা মন্ত্রিবৃন্দের নিকট প্রেরণ আবশ্যক মর্মে রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬-এর ২৫(২) বিধিতে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত বিধি অনুসারে এ বিভাগ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন করে নিয়মিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়।

ইতঃপূর্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সরকারের ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এ প্রতিবেদনে ১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত হালনাগাদ করে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

এ প্রতিবেদন মন্ত্রিসভার ২০১৪-২০১৮ মেয়াদে আইন প্রণয়ন, নীতিমালা/কর্মকৌশল/ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ, বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ইত্যাদি বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়ন-অগ্রগতির মূল্যবান দলিল এবং তথ্যসূত্র হিসাবে কাজ করবে। এ সকল সিদ্ধান্ত পঠন ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণ এবং কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নসহ প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার বিষয়েও সহায়ক হবে।

(খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

সূচি

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা	পরিশিষ্টসমূহ
১.	মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন।	১-১১৭	--
২.	মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মন্ত্রণালয়ভিত্তিক পরিসংখ্যান।	৩-৫	--
৩.	মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মাসভিত্তিক পরিসংখ্যান।	৬-৮	--
৪.	মন্ত্রিসভা-বৈঠকে চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের পর জাতীয় সংসদে পাসকৃত আইনসমূহ।	৯-১৮	**পরিশিষ্ট-১**
৫.	মন্ত্রিসভা-বৈঠকে চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের পর জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ।	১৯	**পরিশিষ্ট-২**
	মন্ত্রিসভা-বৈঠকে চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের পর মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রক্রিয়াধীন আইনসমূহ।	১৯	
	মন্ত্রিসভা-বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদনের পর মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রক্রিয়াধীন আইনসমূহ।	১৯-২০	
৬.	মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদিত নীতিমালা/কর্মকৌশল/কর্মপরিকল্পনাসমূহ।	২১-২২	**পরিশিষ্ট-৩**
৭.	মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাক্ষরিত/অনুসমর্থিত হওয়ার পর বাস্তবায়িত দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক চুক্তি/সমঝোতা স্মারকসমূহ।	২৩-৩২	**পরিশিষ্ট-৪**
	মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাক্ষর/অনুসমর্থনের জন্য বাস্তবায়নাধীন দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক চুক্তি/সমঝোতা স্মারকসমূহ।	৩২-৩৩	
৮.	মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপিত সারসংক্ষেপের মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক পরিসংখ্যান।	৩৪-৩৫	**পরিশিষ্ট-৫**
৯.	মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের বর্তমান পর্যায়।	৩৬-১১৭	**পরিশিষ্ট-৬**

মন্ত্রিসভা-বৈঠকে ২০১৪-২০১৮ মেয়াদে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন।

মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে মন্ত্রিসভাকে অবহিত করার জন্য প্রতি তিন মাসে একবার মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে মন্ত্রিসভার সাপ্তাহিক বৈঠকে উপস্থাপন বা মন্ত্রিগণের নিকট প্রেরণ আবশ্যক মর্মে রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬-এর ২৫(২) উপ-বিধিতে উল্লেখ আছে।

২। উক্ত উপ-বিধি অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন করে নিয়মিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়। ইতঃপূর্বে ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে পুস্তক আকারে প্রকাশপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট বিতরণ করা হয়। পূর্বের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে ১২ জানুয়ারি ২০১৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশ করে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

৩। ১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠক সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যানসমূহ নিম্নরূপ:

- অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠক

বছর	মন্ত্রিসভা বৈঠক-সংখ্যা
২০১৮	৩৫
২০১৭	৩৬
২০১৬	৪২
২০১৫	৪৮
২০১৪	৪১
মোট	**২০২**

- সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

বছর	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়িত		বাস্তবায়নাধীন	
	সংখ্যা	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
২০১৮	৩১৩	৩০২	৯৬.৪৯	১১	৩.৫১
২০১৭	৩২৩	৩১১	৯৬.২৮	১২	৩.৭২
২০১৬	৩৪৩	৩৩৪	৯৭.৩৮	০৯	২.৬২

বছর	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়িত		বাস্তবায়নাধীন	
	সংখ্যা	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
২০১৫	৩১১	৩০২	৯৭.১১	০৯	২.৮৯
২০১৪	২৪৫	২৩৮	৯৭.১৪	০৭	২.৮৬
মোট	**১,৫৩৫**	**১,৪৮৭**	**৯৬.৮৭**	**৪৮**	**৩.১৩**

- আইন/অধ্যাদেশ প্রণয়ন:

(ক) জারিকৃত আইন **[পরিশিষ্ট-১]** - ১৯৩টি

(খ) জারিকৃত অধ্যাদেশ **[পরিশিষ্ট-২]** - ১০টি
(উল্লিখিত মেয়াদে জারিকৃত সকল অধ্যাদেশ আইনে পরিণত হয়েছে)

(গ) প্রক্রিয়াধীন আইন **[পরিশিষ্ট-২]**
মন্ত্রিসভা-বৈঠকে চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের পর মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রক্রিয়াধীন - ০৩টি
মন্ত্রিসভা-বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদনের পর মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রক্রিয়াধীন - ০৮টি
মোট - ১১টি

- নীতি/নীতিমালা/কর্মকৌশল/কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন **[পরিশিষ্ট-৩]** - ৪৯টি
- আন্তর্জাতিক চুক্তি/সমঝোতা স্মারক অনুমোদন **[পরিশিষ্ট-৪]** - ১১৩টি
(অনুমোদিত ১১৩টির মধ্যে এযাবৎ ৯৯টি স্বাক্ষরিত/অনুসমর্থিত হয়েছে)
- মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপ উপস্থাপন **[পরিশিষ্ট-৫]**
উপস্থাপিত সারসংক্ষেপ - ১,১৬২টি
৪০ এর বেশি সারসংক্ষেপ উপস্থাপনকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ - ০৭
২১-৪০টি সারসংক্ষেপ উপস্থাপনকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ - ১৬
০১-২০টি সারসংক্ষেপ উপস্থাপনকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ - ৩২

৪। বাস্তবায়নাধীন ৪৮টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন-কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে চলমান আছে **[পরিশিষ্ট-৬]**। এ প্রতিবেদনে বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্তসমূহের হালনাগাদ তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬-এর ২৩(৪) উপ-বিধি অনুযায়ী মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদ সচিবের ওপর ন্যস্ত। এর পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিয়মিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সঙ্গে

যোগাযোগ রক্ষা ও তাগিদ প্রদানসহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে ১২ জানুয়ারি ২০১৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে মোট ২৮৪টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৫। ২০১৪ থেকে ২০১৮ এবং ২০০৯ থেকে ২০১৩ মেয়াদে মন্ত্রিসভা-বৈঠক সম্পর্কিত কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

মেয়াদ	মন্ত্রিসভা-বৈঠক	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	অনুমোদিত নীতি/ কর্মকৌশল	অনুমোদিত চুক্তি/MoU	সংসদে পাসকৃত আইন
১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত	২০২	১,৫৩৫	১,৪৮৭ (৯৬.৮৭%)	৪৯	১১৩	১৯৩
০৬ জানুয়ারি ২০০৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত	২২৮	১,৫০৮	১,৪৩৬ (৯৫.২৩%)	৪৯	১১৮	২৭১

৬। ২০১৪ হতে ২০১৮ মেয়াদে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন ৯৬.৮৭ শতাংশ, যা সন্তোষজনক।

মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক পরিসংখ্যান
(১২ জানুয়ারি ২০১৪–৩১ ডিসেম্বর ২০১৮)

ক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	পৃষ্ঠা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত
১.	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৩৬-৩৮	৮৭	৮২	০৫
২.	অর্থ বিভাগ	৩৮-৩৯	১০৩	১০১	০২
৩.	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৪০	১০৫	১০৫	০০
৪.	আইন ও বিচার বিভাগ	৪০	৬০	৬০	০০
৫.	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	৪০	৭৩	৭৩	০০
৬.	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৪০	৫৭	৫৭	০০
৭.	কৃষি মন্ত্রণালয়	৪০-৪১	৮৮	৮৭	০১

ক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	পৃষ্ঠা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত
৮.	খাদ্য মন্ত্রণালয়	৪১	৬২	৬২	০০
৯.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৪১-৪৩	৭৩	৭২	০১
১০.	জননিরাপত্তা বিভাগ	৪৩-৪৫	৮৪	৮১	০৩
১১.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৪৫-৪৬	১০১	১০০	০১
১২.	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৪৬-৫০	৬২	৬০	০২
১৩.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	৫০	৭৫	৭৫	০০
১৪.	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	৫০-৫৪	৮০	৭৭	০৩
১৫.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	৫৪	৯২	৯২	০০
১৬.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৫৪-৫৯	৫৭	৫৬	০১
১৭.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫৯	৭০	৭০	০০
১৮.	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	৫৯-৬০	৮৪	৮২	০২
১৯.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৬০-৬৯	১৯০	১৮৭	০৩
২০.	পরিকল্পনা বিভাগ	৬৯	৬৬	৬৬	০০
২১.	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৬৯-৭৪	১০৩	১০১	০২
২২.	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৭৪	৫৫	৫৫	০০
২৩.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	৭৪	৬৩	৬৩	০০
২৪.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৭৪	৫৮	৫৮	০০
২৫.	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৭৫	৫৮	৫৮	০০
২৬.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৭৫-৭৬	৮৭	৮৫	০২
২৭.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৭৬-৭৮	৬৯	৬৮	০১
২৮.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৭৮	৭৩	৭৩	০০
২৯.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৭৮-৭৯	৬২	৬১	০১
৩০.	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৮০	৬৪	৬৪	০০
৩১.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৮০-৮৩	১২৫	১২৩	০২
৩২.	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	৮৩	৫৭	৫৭	০০

ক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	পৃষ্ঠা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত
৩৩.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৮৩-৮৪	১০৩	১০২	০১
৩৪.	বিদ্যুৎ বিভাগ	৮৪	৭৫	৭৫	০০
৩৫.	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৮৪-৮৬	৮৭	৮৫	০২
৩৬.	ভূমি মন্ত্রণালয়	৮৬-৮৮	৭৬	৭৫	০১
৩৭.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৮৮	৭৭	৭৭	০০
৩৮.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৮৯	২৬৯	২৬৯	০০
৩৯.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৮৯	৭২	৭২	০০
৪০.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৮৯	৯২	৯২	০০
৪১.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৮৯	৫৭	৫৭	০০
৪২.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৮৯	৭৩	৭৩	০০
৪৩.	রেলপথ মন্ত্রণালয়	৮৯-৯১	৬৮	৬৬	০২
৪৪.	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	৯১-৯৩	৭৩	৭০	০৩
৪৫.	শিল্প মন্ত্রণালয়	৯৪-৯৬	১২৩	১২০	০৩
৪৬.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৯৬	৭০	৭০	০০
৪৭.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৯৭	৮৪	৮৪	০০
৪৮.	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৯৭-১০৯	৮৪	৮১	০৩
৪৯.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১০৯	৬০	৬০	০০
৫০.	সেতু বিভাগ	১০৯	৫৭	৫৭	০০
৫১.	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	১১০-১১৩	৭৩	৭০	০৩
৫২.	স্থানীয় সরকার বিভাগ	১১৪	৭৮	৭৮	০০
৫৩.	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	১১৪-১১৬	৮৮	৮৬	০২
৫৪.	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	১১৬-১১৭	৬৩	৬২	০১
	মোট		**৪,৪৪৫**	**৪,৩৯২**	**৫৩**
	একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ-সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত		**২,৯১০**	**২,৯০৫**	**০৫**
	প্রকৃত মোট		**১,৫৩৫**	**১,৪৮৭**	**৪৮**

মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মাসভিত্তিক পরিসংখ্যান (১২ জানুয়ারি ২০১৪–৩১ ডিসেম্বর ২০১৮)

২০১৪				
মাস	**মন্ত্রিসভা-বৈঠক সংখ্যা**	**গৃহীত সিদ্ধান্ত**	**বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত**	**বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত**
জানুয়ারি	০৩	১৩	১৩	০০
ফেব্রুয়ারি	০৪	১৪	১৩	০১
মার্চ	০৩	১০	১০	০০
এপ্রিল	০৩	১২	১২	০০
মে	০৩	১১	১০	০১
জুন	০৫	৩৬	৩৬	০০
জুলাই	০২	১৭	১৭	০০
আগস্ট	০৪	২২	২১	০১
সেপ্টেম্বর	০৩	১৬	১৫	০১
অক্টোবর	০২	২৪	২৪	০০
নভেম্বর	০৪	৩৯	৩৬	০৩
ডিসেম্বর	০৫	৩১	৩১	০০
মোট	**৪১**	**২৪৫**	**২৩৮**	**০৭**
২০১৫				
জানুয়ারি	০৪	২৪	২৪	০০
ফেব্রুয়ারি	০৪	২১	২০	০১
মার্চ	০৫	২১	২০	০১
এপ্রিল	০৪	১৬	১৫	০১
মে	০৪	১৮	১৮	০০
জুন	০৫	৩৪	৩৩	০১
জুলাই	০৩	৩০	৩০	০০
আগস্ট	০৫	২৫	২২	০৩

মাস	মন্ত্রিসভা-বৈঠক সংখ্যা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত
সেপ্টেম্বর	০৩	২৩	২২	০১
অক্টোবর	০৪	৪৩	৪৩	০০
নভেম্বর	০৪	৩২	৩২	০০
ডিসেম্বর	০৩	২৪	২৩	০১
মোট	**৪৮**	**৩১১**	**৩০২**	**০৯**
২০১৬				
জানুয়ারি	০৪	৩০	২৯	০১
ফেব্রুয়ারি	০৫	২৬	২৪	০২
মার্চ	০৪	২৩	২২	০১
এপ্রিল	০৪	২৪	২৩	০১
মে	০৩	৩১	৩০	০১
জুন	০৪	৩৭	৩৫	০২
জুলাই	০৩	২০	২০	০০
আগস্ট	০৪	৩০	৩০	০০
সেপ্টেম্বর	০১	০৬	০৬	০০
অক্টোবর	০৪	৫০	৪৯	০১
নভেম্বর	০২	২৮	২৮	০০
ডিসেম্বর	০৪	৩৮	৩৮	০০
মোট	**৪২**	**৩৪৩**	**৩৩৪**	**০৯**
২০১৭				
জানুয়ারি	০৩	২৮	২৭	০১
ফেব্রুয়ারি	০৪	৪৫	৪১	০৪
মার্চ	০৩	২৮	২৬	০২
এপ্রিল	০৩	৩৬	৩৪	০২

মাস	মন্ত্রিসভা-বৈঠক সংখ্যা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত
মে	০২	১৩	১২	০১
জুন	০৪	২৫	২৫	০০
জুলাই	০৫	৪৪	৪৪	০০
আগস্ট	০৩	২৬	২৪	০২
সেপ্টেম্বর	০১	১০	১০	০০
অক্টোবর	০৩	২৯	২৯	০০
নভেম্বর	০৪	২৮	২৮	০০
ডিসেম্বর	০১	১১	১১	০০
মোট	**৩৬**	**৩২৩**	**৩১১**	**১২**
২০১৮				
জানুয়ারি	০৪	৩৩	৩২	০১
ফেব্রুয়ারি	০২	১৫	১৫	০০
মার্চ	০১	১৫	১৫	০০
এপ্রিল	০২	২৭	২৫	০২
মে	০৪	৩৫	৩৩	০২
জুন	০৩	২২	২১	০১
জুলাই	০৪	৩২	৩২	০০
আগস্ট	০৩	২৮	২৭	০১
সেপ্টেম্বর	০৩	২৩	২৩	০০
অক্টোবর	০৪	৪২	৩৮	০৪
নভেম্বর	০৪	২৭	২৭	০০
ডিসেম্বর	০১	১৪	১৪	০০
মোট	**৩৫**	**৩১৩**	**৩০২**	**১১**
সর্বমোট	**২০২**	**১,৫৩৫**	**১,৪৮৭**	**৪৮**

পরিশিষ্ট-১

মন্ত্রিসভা-বৈঠকে চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের পর জাতীয় সংসদে পাসকৃত আইনসমূহ

দশম জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশনে (২০১৪ সালের ১ম) পাসকৃত আইনসমূহ

[অধিবেশনকাল ২৯-০১-২০১৪ থেকে ১০-০৪-২০১৪ (৩৬ কার্যদিবস), পাসকৃত আইন ০২টি]

ক্রম	আইন	নম্বর
১.	আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) আইন, ২০১৪	১/২০১৪
২.	Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2014	২/২০১৪

দশম জাতীয় সংসদের ২য় অধিবেশনে (২০১৪ সালের ২য়) পাসকৃত আইনসমূহ

[অধিবেশনকাল ০৩-০৬-২০১৪ থেকে ০৩-০৭-২০১৪ (২৩ কার্যদিবস), পাসকৃত আইন ০৬টি]

৩.	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) আইন, ২০১৪	৩/২০১৪
৪.	অর্থ আইন, ২০১৪	৪/২০১৪
৫.	নির্দিষ্টকরণ আইন, ২০১৪	৫/২০১৪
৬.	বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৪	৬/২০১৪
৭.	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪	৭/২০১৪
৮.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৪	৮/২০১৪

দশম জাতীয় সংসদের ৩য় অধিবেশনে (২০১৪ সালের ৩য়) পাসকৃত আইনসমূহ

[অধিবেশনকাল ০১-০৯-২০১৪ থেকে ১৮-০৯-২০১৪ (১৪ কার্যদিবস), পাসকৃত আইন ০৫টি]

৯.	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন, ২০১৪	৯/২০১৪
১০.	ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪	১০/২০১৪
১১.	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০১৪	১১/২০১৪
১২.	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন, ২০১৪	১২/২০১৪
১৩.	সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) আইন, ২০১৪	১৩/২০১৪

দশম জাতীয় সংসদের ৪র্থ অধিবেশনে (২০১৪ সালের ৪র্থ) পাসকৃত আইনসমূহ

[অধিবেশনকাল ১৩-১১-২০১৪ থেকে ৩০-১১-২০১৪ (১০ কার্যদিবস), পাসকৃত আইন ০৬টি]

১৪.	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন, ২০১৪	১৪/২০১৪
১৫.	বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরা আইন, ২০১৪	১৫/২০১৪

ক্রম	আইন	নম্বর
১৬.	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৪	১৬/২০১৪
১৭.	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন)আইন, ২০১৪	১৭/২০১৪
১৮.	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৪	১৮/২০১৪
১৯.	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক আইন, ২০১৪	১৯/২০১৪

দশম জাতীয় সংসদের ৫ম অধিবেশনে (২০১৫ সালের ১ম) পাসকৃত আইনসমূহ

[অধিবেশনকাল ১৯-০১-২০১৫ থেকে ৩১-০৩-২০১৫ (৩৭ কার্যদিবস), পাসকৃত আইন ০৮টি]

২০.	মেট্রোরেল আইন, ২০১৫	১/২০১৫
২১.	বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন,২০১৫	২/২০১৫
২২.	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০১৫	৩/২০১৫
২৩.	The Trading Corporation of Bangladesh (Amendment) Act, 2015	৪/২০১৫
২৪.	ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫	৫/২০১৫
২৫.	সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৫	৬/২০১৫
২৬.	বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৫	৭/২০১৫
২৭.	যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) আইন, ২০১৫	৮/২০১৫

দশম জাতীয় সংসদের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে (২০১৫ সালের ২য়) পাসকৃত আইনসমূহ

[অধিবেশনকাল ০১-০৬-২০১৫ থেকে ০৮-০৭-২০১৫ (২৬ কার্যদিবস), পাসকৃত আইন ০৫টি]

২৮.	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) আইন, ২০১৫	৯/২০১৫
২৯.	অর্থ আইন, ২০১৫	১০/২০১৫
৩০.	নির্দিষ্টকরণ আইন, ২০১৫	১১/২০১৫
৩১.	খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৫	১২/২০১৫
৩২.	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আইন, ২০১৫	১৩/২০১৫

দশম জাতীয় সংসদের ৭ম অধিবেশনে (২০১৫ সালের ৩য়) পাসকৃত আইনসমূহ

[অধিবেশনকাল ০১-০৯-২০১৫ থেকে ১০-০৯-২০১৫ (০৮ কার্যদিবস), পাসকৃত আইন ০৬টি]

৩৩.	দি ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশন আইন, ২০১৫	১৪/২০১৫
৩৪.	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (সংশোধন) আইন, ২০১৫	১৫/২০১৫
৩৫.	ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫	১৬/২০১৫

ক্রম	আইন	নম্বর
৩৬.	Foreign Exchange Regulation (Amendment) Act, 2015	১৭/২০১৫
৩৭.	সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫	১৮/২০১৫
৩৮.	পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আইন, ২০১৫	১৯/২০১৫

দশম জাতীয় সংসদের ৮ম অধিবেশনে (২০১৫ সালের ৪র্থ) পাসকৃত আইনসমূহ

[অধিবেশনকাল ০৮-১১-২০১৫ থেকে ২৩-১১-২০১৫ (১২ কার্যদিবস), পাসকৃত আইন ১০টি]

৩৯.	উন্নয়ন সারচার্জ ও লেভী (আরোপ ও আদায়) আইন, ২০১৫	২০/২০১৫
৪০.	The Bangladesh Coinage (Amendment) Act, 2015	২১/২০১৫
৪১.	গণকর্মচারী (বিদেশি নাগরিকের সহিত বিবাহ) আইন, ২০১৫	২২/২০১৫
৪২.	ট্রেডমার্ক (সংশোধন) আইন, ২০১৫	২৩/২০১৫
৪৩.	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০১৫	২৪/২০১৫
৪৪.	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১৫	২৫/২০১৫
৪৫.	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন)আইন, ২০১৫	২৬/২০১৫
৪৬.	উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৫	২৭/২০১৫
৪৭.	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) আইন, ২০১৫	২৮/২০১৫
৪৮.	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (সংশোধন) আইন, ২০১৫	২৯/২০১৫

দশম জাতীয় সংসদের ৯ম অধিবেশনে (২০১৬ সালের ১ম) পাসকৃত আইনসমূহ

[অধিবেশনকাল ২০-০১-২০১৬ থেকে ২৯-০২-২০১৬ (২৭ কার্যদিবস), পাসকৃত আইন ০৯টি]

৪৯.	বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬	১/২০১৬
৫০.	রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী আইন, ২০১৬	২/২০১৬
৫১.	উদ্বৃত্ত সরকারি কর্মচারি আত্তীকরণ আইন, ২০১৬	৩/২০১৬
৫২.	বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট আইন, ২০১৬	৪/২০১৬
৫৩.	এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক আইন, ২০১৬	৫/২০১৬
৫৪.	পায়রা বন্দর প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০১৬	৬/২০১৬
৫৫.	কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬	৭/২০১৬
৫৬.	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আইন, ২০১৬	৮/২০১৬
৫৭.	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আইন, ২০১৬	৯/২০১৬

দশম জাতীয় সংসদের ১০ম অধিবেশনে (২০১৬ সালের ২য়) পাসকৃত আইনসমূহ

[অধিবেশনকাল ২৪-০৪-২০১৬ থেকে ০৫-০৫-২০১৬ (০৯ কার্যদিবস), পাসকৃত আইন ১৪টি]

ক্রম	আইন	নম্বর
৫৮.	Army (Amendment) Act, 2016	১০/২০১৬
৫৯.	The Cadet College (Amendment) Act, 2016	১১/২০১৬
৬০.	Air Force(Amendment) Act, 2016	১২/২০১৬
৬১.	The Civil Courts (Amendment) Act, 2016	১৩/২০১৬
৬২.	The Court Fees (Amendment) Act, 2016	১৪/২০১৬
৬৩.	প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগ (আইন সংশোধন) আইন, ২০১৬	১৫/২০১৬
৬৪.	প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগ (সর্বাধিনায়কতা) আইন , ২০১৬	১৬/২০১৬
৬৫.	চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৬	১৭/২০১৬
৬৬.	রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৬	১৮/২০১৬
৬৭.	The President's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016	১৯/২০১৬
৬৮.	The Prime Minister's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016	২০/২০১৬
৬৯.	Speaker and Deputy Speaker (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016	২১/২০১৬
৭০.	The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016	২২/২০১৬
৭১.	Members of Parliament (Remuneration and Allowances) (Amendment) Act, 2016	২৩/২০১৬

দশম জাতীয় সংসদের ১১ম অধিবেশনে (২০১৬ সালের ৩য়) পাসকৃত আইনসমূহ

[অধিবেশনকাল ০১-০৬-২০১৬ থেকে ২৭-০৭-২০১৬ (৩২ কার্যদিবস), পাসকৃত আইন ১৬টি]

৭২.	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) আইন, ২০১৬	২৪/২০১৬
৭৩.	দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১৬	২৫/২০১৬
৭৪.	Navy (Amendment) Act, 2016	২৬/২০১৬
৭৫.	বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (সংশোধন) আইন, ২০১৬	২৭/২০১৬
৭৬.	অর্থ আইন, ২০১৬	২৮/২০১৬
৭৭.	নির্দিষ্টকরণ আইন, ২০১৬	২৯/২০১৬

ক্রম	আইন	নম্বর
৭৮.	রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ আইন, ২০১৬	৩০/২০১৬
৭৯.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ আইন, ২০১৬	৩১/২০১৬
৮০.	পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬	৩২/২০১৬
৮১.	যুব কল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬	৩৩/২০১৬
৮২.	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬	৩৪/২০১৬
৮৩.	রেলওয়ে সম্পত্তি (অবৈধ দখল উদ্ধার) আইন, ২০১৬	৩৫/২০১৬
৮৪.	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬	৩৬/২০১৬
৮৫.	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ২০১৬	৩৭/২০১৬
৮৬.	চা আইন, ২০১৬	৩৮/২০১৬
৮৭.	Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016	৩৯/২০১৬

দশম জাতীয় সংসদের ১২ম অধিবেশনে (২০১৬ সালের ৫ম) পাসকৃত আইনসমূহ

[অধিবেশনকাল ২৫-০৯-২০১৬ থেকে ১০-১০-২০১৬ (১০ কার্যদিবস), পাসকৃত আইন ০৬টি]

৮৮.	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬	৪০/২০১৬
৮৯.	Supreme Court Judges (Leave, Pension and Privileges) (Amendment) Act, 2016	৪১/২০১৬
৯০.	রাষ্ট্রপতির অবসরভাতা, আনুতোষিক ও অন্যান্য সুবিধা আইন, ২০১৬	৪২/২০১৬
৯১.	বৈদেশিক অনুদান (সেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৬	৪৩/২০১৬
৯২.	জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৬	৪৪/২০১৬
৯৩.	পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১৬	৪৫/২০১৬

দশম জাতীয় সংসদের ১৩ম অধিবেশনে (২০১৬ সালের ৬ষ্ঠ) পাসকৃত আইনসমূহ

[অধিবেশনকাল ০৪-১২-২০১৬ থেকে ০৮-১২-২০১৬ (০৫ কার্যদিবস), পাসকৃত আইন ০৫টি]

৯৪.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর আইন, ২০১৬	৪৬/২০১৬
৯৫.	বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন, ২০১৬	৪৭/২০১৬
৯৬.	বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন, ২০১৬	৪৮/২০১৬
৯৭.	বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) আইন, ২০১৬	৪৯/২০১৬
৯৮.	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০১৬	৫০/২০১৬

দশম জাতীয় সংসদের ১৪তম অধিবেশনে (২০১৭ সালের ১ম) পাসকৃত আইনসমূহ

[অধিবেশনকাল ২২-০১-২০১৭ থেকে ১১-০৩-২০১৭ (৩২ কার্যদিবস), পাসকৃত আইন ১০টি]

ক্রম	আইন	নম্বর
৯৯.	ক্যাডেট কলেজ আইন, ২০১৭	১/২০১৭
১০০.	বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭	২/২০১৭
১০১.	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭	৩/২০১৭
১০২.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১৭	৪/২০১৭
১০৩.	পাট আইন, ২০১৭	৫/২০১৭
১০৪.	বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭	৬/২০১৭
১০৫.	ব্যাটালিয়ন আনসার (সংশোধন)আইন, ২০১৭	৭/২০১৭
১০৬.	বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১৭	৮/২০১৭
১০৭.	বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭	৯/২০১৭
১০৮.	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আইন, ২০১৭	১০/২০১৭

দশম জাতীয় সংসদের ১৫তম অধিবেশনে (২০১৭ সালের ২য়) পাসকৃত আইনসমূহ

[অধিবেশনকাল ০২-০৫-২০১৭ থেকে ০৮-০৫-২০১৭ (০৫ কার্যদিবস), পাসকৃত আইন ০২টি]

১০৯.	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) আইন, ২০১৭	১১/২০১৭
১১০.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭	১২/২০১৭

দশম জাতীয় সংসদের ১৬তম অধিবেশনে (২০১৭ সালের ৩য়) পাসকৃত আইনসমূহ

[অধিবেশনকাল ৩০-০৫-২০১৭ থেকে ১৩-০৭-২০১৭ (২৪ কার্যদিবস), পাসকৃত আইন ০৭টি]

১১১.	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) আইন, ২০১৭	১৩/২০১৭
১১২.	অর্থ আইন, ২০১৭	১৪/২০১৭
১১৩.	নির্দিষ্টকরণ আইন, ২০১৭	১৫/২০১৭
১১৪.	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭	১৬/২০১৭
১১৫.	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭	১৭/২০১৭
১১৬.	বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭	১৮/২০১৭
১১৭.	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭	১৯/২০১৭

দশম জাতীয় সংসদের ১৭তম অধিবেশনে (২০১৭ সালের ৪র্থ) পাসকৃত আইনসমূহ

[অধিবেশনকাল ১০-০৯-২০১৭ থেকে ১৪-০৯-২০১৭ (০৫ কার্যদিবস), পাসকৃত আইন ০২টি]

ক্রম	আইন	নম্বর
১১৮.	Code of Civil Procedure (Amendment) Act, 2017	২০/২০১৭
১১৯.	স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭	২১/২০১৭

দশম জাতীয় সংসদের ১৮তম অধিবেশনে (২০১৭ সালের ৫ম) পাসকৃত আইনসমূহ

[অধিবেশনকাল ১২-১১-২০১৭ থেকে ২৩-১১-২০১৭ (১০ কার্যদিবস), পাসকৃত আইন ০৩টি]

১২০.	বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭	২২/২০১৭
১২১.	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন আইন, ২০১৭	২৩/২০১৭
১২২.	বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৭	২৪/২০১৭

দশম জাতীয় সংসদের ১৯তম অধিবেশনে (২০১৮ সালের ১ম) পাসকৃত আইনসমূহ

[অধিবেশনকাল ০৭-০১-২০১৮ থেকে ২৮-০২-২০১৮ (৩৫ কার্যদিবস), পাসকৃত আইন ১৫টি]

১২৩.	মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন (সংশোধন) আইন, ২০১৮	০১/২০১৮
১২৪.	বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ানস এ্যান্ড সার্জনস আইন, ২০১৮	২/২০১৮
১২৫.	রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮	৩/২০১৮
১২৬.	ব্যাংক কোম্পানি (সংশোধন) আইন, ২০১৮	৪/২০১৮
১২৭.	কৃষি কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৮	৫/২০১৮
১২৮.	বীজ আইন, ২০১৮	৬/২০১৮
১২৯.	বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮	৭/২০১৮
১৩০.	বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন, ২০১৮	৮/২০১৮
১৩১.	শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৮	৯/২০১৮
১৩২.	ওয়ান-স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮	১০/২০১৮
১৩৩.	আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) আইন, ২০১৮	১১/২০১৮
১৩৪.	কবি নজরুল ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮	১২/২০১৮
১৩৫.	প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের প্রধানদের (নিয়োগ, বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধা) আইন, ২০১৮	১৩/২০১৮
১৩৬.	শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮	১৪/২০১৮
১৩৭.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮	১৫/২০১৮

দশম জাতীয় সংসদের ২০তম অধিবেশনে (২০১৮ সালের ২য়) পাসকৃত আইনসমূহ

[অধিবেশনকাল ০৮-০৪-২০১৮ থেকে ১২-০৪-২০১৮ (০৫ কার্যদিবস), পাসকৃত আইন ০৫টি]

ক্রম	আইন	নম্বর
১৩৮.	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৮	১৬/২০১৮
১৩৯.	বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮	১৭/২০১৮
১৪০.	খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮	১৮/২০১৮
১৪১.	গাজীপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৮	১৯/২০১৮
১৪২.	রংপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৮	২০/২০১৮

দশম জাতীয় সংসদের ২১তম অধিবেশনে (২০১৮ সালের ৩য়) পাসকৃত আইনসমূহ

[অধিবেশনকাল ০৫-০৬-২০১৮ থেকে ১২-০৭-২০১৮ (২৫ কার্যদিবস), পাসকৃত আইন ১৪টি]

১৪৩.	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) আইন, ২০১৮	২১/২০১৮
১৪৪.	অর্থ আইন, ২০১৮	২২/২০১৮
১৪৫.	নির্দিষ্টকরণ আইন, ২০১৮	২৩/২০১৮
১৪৬.	বালাইনাশক (পেস্টিসাইডস) আইন, ২০১৮	২৪/২০১৮
১৪৭.	বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আইন, ২০১৮	২৫/২০১৮
১৪৮.	Sugar (Road Development Cess) (রহিতকরণ) আইন, ২০১৮	২৬/২০১৮
১৪৯.	ক্যান্টনমেন্ট আইন, ২০১৮	২৭/২০১৮
১৫০.	আবহাওয়া আইন, ২০১৮	২৮/২০১৮
১৫১.	সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন, ২০১৮	২৯/২০১৮
১৫২.	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮	৩০/২০১৮
১৫৩.	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮	৩১/২০১৮
১৫৪.	খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮	৩২/২০১৮
১৫৫.	প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আইন, ২০১৮	৩৩/২০১৮
১৫৬.	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০১৮	৩৪/২০১৮

দশম জাতীয় সংসদের ২২তম অধিবেশনে (২০১৮ সালের ৪র্থ) পাসকৃত আইনসমূহ

[অধিবেশনকাল ০৯-৯-২০১৮ থেকে ২০-৯-২০১৮ (১০ কার্যদিবস), পাসকৃত আইন ১৮টি]

১৫৭.	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮	৩৫/২০১৮
১৫৮.	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮	৩৬/২০১৮

ক্রম	আইন	নম্বর
১৫৯.	বস্ত্র আইন, ২০১৮	৩৭/২০১৮
১৬০.	সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৮	৩৮/২০১৮
১৬১.	যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮	৩৯/২০১৮
১৬২.	সার (ব্যবস্থাপনা) (সংশোধন) আইন, ২০১৮	৪০/২০১৮
১৬৩.	জাতীয় পরিকল্পনা উন্নয়ন একাডেমী আইন, ২০১৮	৪১/২০১৮
১৬৪.	হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮	৪২/২০১৮
১৬৫.	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০১৮	৪৩/২০১৮
১৬৬.	কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮	৪৪/২০১৮
১৬৭.	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮	৪৫/২০১৮
১৬৮.	ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮	৪৬/২০১৮
১৬৯.	সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮	৪৭/২০১৮
১৭০.	'আল-হাইআতুল উলয়া লিল-জামি'আতিল কওমিয়া বাংলাদেশ'-এর অধীন কওমি মাদরাসাসমূহের দাওরায়ে হাদিস (তাকমীল)-এর সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রি (ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি)-এর সমমান প্রদান আইন, ২০১৮	৪৮/২০১৮
১৭১.	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮	৪৯/২০১৮
১৭২.	পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকুরির শর্তাবলী) আইন, ২০১৮	৫০/২০১৮
১৭৩.	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮	৫১/২০১৮
১৭৪.	কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১৮	৫২/২০১৮

দশম জাতীয় সংসদের ২৩তম অধিবেশনে (২০১৮ সালের ৫ম) পাসকৃত আইনসমূহ

[অধিবেশনকাল ২১/১০/২০১৮ থেকে ২৯/১০/২০১৮ (০৮ কার্যদিবস), পাসকৃত আইন ১৯টি]

১৭৫.	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮	৫৩/২০১৮
১৭৬.	শিশু (সংশোধন) আইন, ২০১৮	৫৪/২০১৮
১৭৭.	হাউজিং এ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮	৫৫/২০১৮
১৭৮.	ওজন ও পরিমাপ মানদণ্ড আইন, ২০১৮	৫৬/২০১৮
১৭৯.	সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮	৫৭/২০১৮
১৮০.	বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৮	৫৮/২০১৮
১৮১.	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আইন, ২০১৮	৫৯/২০১৮

ক্রম	আইন	নম্বর
১৮২.	মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৮	৬০/২০১৮
১৮৩.	সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮	৬১/২০১৮
১৮৪.	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আইন, ২০১৮	৬২/২০১৮
১৮৫.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮	৬৩/২০১৮
১৮৬.	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আইন, ২০১৮	৬৪/২০১৮
১৮৭.	বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা আইন, ২০১৮	৬৫/২০১৮
১৮৮.	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০১৮	৬৬/২০১৮
১৮৯.	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইন, ২০১৮	৬৭/২০১৮
১৯০.	মৎস্য সঞ্জনিরোধ আইন, ২০১৮	৬৮/২০১৮
১৯১.	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮	৬৯/২০১৮
১৯২.	কস্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস আইন, ২০১৮	৭০/২০১৮
১৯৩.	বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৮	৭১/২০১৮

পরিশিষ্ট-২

মন্ত্রিসভা-বৈঠকে চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের পর জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ

ক্রম	অধ্যাদেশ	অধ্যাদেশের স্থলে প্রণীত আইনের নম্বর
১.	পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র অধ্যাদেশ, ২০১৫	১৯/২০১৫
২.	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) অধ্যাদেশ, ২০১৫	২৪/২০১৫
৩.	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৫	২৫/২০১৫
৪.	জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৬	৪৪/২০১৬
৫.	পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৬	৪৫/২০১৬
৬.	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৬	৫০/২০১৬
৭.	ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৮	০১/২০১৯
৮.	The Chittagong Hill Tracts (Land Acquisition) Regulation (Amendment) Ordinance, 2018	০৩/২০১৯
৯.	Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2018	০৪/২০১৯
১০.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ, ২০১৮	০৫/২০১৯

মন্ত্রিসভা-বৈঠকে চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের পর মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রক্রিয়াধীন আইনসমূহ

ক্রম	আইন	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	অনুমোদনের তারিখ
১.	মোবাইল কোর্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৫	জননিরাপত্তা	২২ জুন ২০১৫
২.	বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন, ২০১৬	সুরক্ষা সেবা	০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
৩.	গণমাধ্যম কর্মী (চাকুরির শর্তাবলি) আইন, ২০১৮	তথ্য	১৫ অক্টোবর ২০১৮

মন্ত্রিসভা-বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদনের পর মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রক্রিয়াধীন আইনসমূহ

ক্রম	আইন	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	অনুমোদনের তারিখ
১.	The Ports (Amendment) Act, 2015	নৌপরিবহন	০৬ এপ্রিল ২০১৫
২.	বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০১৬	পরিবেশ ও বন	২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

৩.	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য (তদন্ত ও প্রমাণ) আইন, ২০১৬	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক	২৫ এপ্রিল ২০১৬
৪.	বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০১৬	শিল্প	৩০ মে ২০১৬
৫.	বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০১৬	বাণিজ্য	০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
৬.	বাংলাদেশ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস আইন, ২০১৭	বাণিজ্য	০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
৭.	নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন, ২০১৭	গৃহায়ন ও গণপূর্ত	২০ মার্চ ২০১৭
৮.	সম্প্রচার আইন, ২০১৮	তথ্য	১৫ অক্টোবর ২০১৮

পরিশিষ্ট-৩

মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদিত নীতি/নীতিমালা/কর্মকৌশল/কর্মপরিকল্পনা

ক্রম	নীতি/নীতিমালা/কর্মকৌশল/কর্মপরিকল্পনা
১.	জাতীয় হজ্জ ও ওমরাহ নীতি, ১৪৩৫ হিজরি (২০১৪ খ্রিস্টাব্দ)
২.	টোল নীতিমালা, ২০১৪
৩.	জাতীয় বীমা নীতি, ২০১৪
৪.	জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা, ২০১৪
৫.	জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা, ২০১৪
৬.	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৪
৭.	কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প এলাকায় সামাজিক উন্নয়ন তহবিল গঠন ও পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৫
৮.	হস্ত ও কারুশিল্প নীতিমালা, ২০১৫
৯.	জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (National Social Security Strategy of Bangladesh)
১০.	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৫
১১.	জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫
১২.	জাতীয় পুষ্টিনীতি, ২০১৫
১৩.	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫
১৪.	জাতীয় গুণগত মান (পণ্য ও সেবা) নীতি, ২০১৫
১৫.	গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫
১৬.	জাতীয় হজ্জ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৬
১৭.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০১৬
১৮.	জাতীয় শিল্পনীতি, ২০১৬
১৯.	জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা, ২০১৬
২০.	জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, ২০১৬
২১.	জাতীয় লবণ নীতি, ২০১৬
২২.	খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী বিতরণ নীতিমালা, ২০১৬
২৩.	জাতীয় ট্যাক্স কার্ড (সংশোধিত) নীতিমালা, ২০১৬
২৪.	জাতীয় জৈব কৃষি নীতি, ২০১৬

ক্রম	নীতি/নীতিমালা/কর্মকৌশল/কর্মপরিকল্পনা
২৫.	জাতীয় ঔষধ নীতি, ২০১৬
২৬.	জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ১৪৩৮ হিজরি/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
২৭.	সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালা, ২০১৬
২৮.	বস্ত্র নীতি, ২০১৭
২৯.	জাতীয় যুব নীতি, ২০১৭
৩০.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনমূলক কাজের জন্য অনুদান প্রদান সম্পর্কিত (সংশোধিত) নীতিমালা, ২০১৬
৩১.	জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা, ২০১৭
৩২.	জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা, ২০১৭
৩৩.	স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০১৭
৩৪.	রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭
৩৫.	জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ১৪৩৯ হিজরি/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
৩৬.	জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতিমালা, ২০১৮
৩৭.	সরকারি ই-মেইল নীতিমালা, ২০১৮
৩৮.	সরকারি টেলিফোন, সেলুলার, ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট নীতিমালা, ২০১৮
৩৯.	জাতীয় পাটনীতি, ২০১৮
৪০.	জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১৮
৪১.	জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা, ২০১৮
৪২.	মোটর সাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১৮
৪৩.	স্বর্ণ নীতিমালা-২০১৮
৪৪.	জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮
৪৫.	জাতীয় উদ্ভাবন মেধাসম্পদ নীতিমালা ২০১৮
৪৬.	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮
৪৭.	জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা ২০১৮
৪৮.	রপ্তানি নীতি ২০১৮-২০২১
৪৯.	শেখ হাসিনা মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক নীতিমালা-২০১৮

পরিশিষ্ট-৪

মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাক্ষরিত/অনুসমর্থিত হওয়ার পর বাস্তবায়িত দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক চুক্তি/সমঝোতা স্মারকসমূহ:

ক্রম	চুক্তি/সমঝোতা স্মারক
১.	Maritime Labour Convention, 2006 অনুসমর্থন।
২.	Seafarers' Identity Documents Convention (Revised), 2003 অনুসমর্থন।
৩.	বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল/সার্ভিস পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তির অনুসমর্থন।
৪.	BIMSTEC Centre for Weather and Climate (BCWC) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে Memorandum of Association (MoA) স্বাক্ষর।
৫.	'Memorandum of Understanding on the Establishment of the BIMSTEC Cultural Industries Commission and BIMSTEC Cultural Industries Observatory' স্বাক্ষর।
৬.	বাংলাদেশ ও চিলির মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত স্বাক্ষরিত চুক্তির অনুসমর্থন।
৭.	'Agreement between the Royal Government of Cambodia and the Government of the People's Republic of Bangladesh for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
৮.	'Agreement between the Royal Government of Cambodia and the Government of the People's Republic of Bangladesh on the Establishment of a Joint Commission for Promoting Bilateral Cooperation' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
৯.	'Agreement on Cultural Cooperation between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Royal Government of Cambodia' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
১০.	'Agreement between the Bangladesh Military Museum, Government of the People's Republic of Bangladesh and Kuwait House of National Works, Government of the State of Kuwait for Twinning & Cooperation & Exchange of Wards' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
১১.	ESCAP কর্তৃক প্রণীত 'Intergovernmental Agreement on Dry Ports' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
১২.	'Memorandum of Understanding between The Government of the People's Republic of Bangladesh and The Government of the Republic of India on Bilateral Cooperation for Prevention of Human Trafficking especially Trafficiking in Women and Children; Rescue, Recovery, Repatriation and Re-integration of Victims of Trafficking' শীর্ষক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

ক্রম	চুক্তি/সমঝোতা স্মারক
১৩.	ফিলিপাইনের সঙ্গে স্বাক্ষরিত কূটনৈতিক ও অফিশিয়াল পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি চুক্তি অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন।
১৪.	'The Agreement between the Government of the People's Republic of Bangladesh and The Government of State of Kuwait on Cooperation in Military Fields of Training and other Areas' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
১৫.	'Agreement on Security Cooperation between the Government of the United Arab Emirates and the Government of the People's Republic of Bangladesh' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
১৬.	মালয়েশিয়ার সঙ্গে 'Memorandum of Understanding on the Employment of Workers'শীর্ষক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
১৭.	'Agreement on Trade between the Royal Government of Bhutan and the Government of the People's Republic of Bangladesh' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
১৮.	'SAARC Framework Agreement For Energy Cooperation (Electricity)' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
১৯.	'Memorandum of Understanding between the Government of Malaysia and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Co-Operation in the field of Tourism' শীর্ষক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
২০.	'Memorandum of Understanding between the Government of Malaysia and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Co-Operation in the field of Culture, Arts and Heritage' শীর্ষক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
২১.	'Agreement between the Government of Malaysia and the Government of the People's Republic of Bangladesh on the Partial Abolition of Visa Requirement' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
২২.	'Agreement between the Government of Malaysia and the Government of the People's Republic of Bangladesh on the Partial Abolition of Visa Requirement for Diplomatic and Official Passports' শীর্ষক চুক্তি অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন।
২৩.	'Agreement on Security Co-operation between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the United Arab Emirates' শীর্ষক চুক্তি অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন।
২৪.	'Agreement on the Transfer of Sentenced Persons between the People's Republic of Bangladesh and the State of the United Arab Emirates' শীর্ষক চুক্তির

ক্রম	চুক্তি/সমঝোতা স্মারক
	খসড়ার ভূতাপেক্ষ অনুমোদন ও অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন।
২৫.	Trade Agreement between Bangladesh and India.
২৬.	ভারতের সঙ্গে 'Agreement Between Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) & Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) for Leasing of International Bandwidth for Internet at Akhaura (Zero Point)' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
২৭.	'Agreement on Domestic Service Workers Recruitment between The Government of the People's Republic of Bangladesh and The Government of the Kingdom of Saudi Arabia' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
২৮.	'Agreement on Coastal Shipping between The Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Republic of India' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
২৯.	'Agreement between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Republic of India for the Regulation of Motor Vehicle Passenger Traffic between the Two Countries' এবং 'Protocol on Operation of Passenger Bus Service between Kolkata and Agartala in India via Dhaka in Bangladesh in Terms of Agreement between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Republic of India' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
৩০.	'Agreement between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Republic of India for the Regulation of Motor Vehicle Passenger Traffic between the Two Countries' এবং 'Protocol on Operation of Passenger Bus Service between Dhaka in Bangladesh and Guwahati in India via Sylhet (Bangladesh) and Shillong (India) in Terms of Agreement between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Republic of India' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
৩১.	'Protocol to the Agreement between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Republic of India concerning the Demarcation of the Land Boundary between Bangladesh and India and Related Matters' অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন।
৩২.	ভারতের সঙ্গে 'Agreement between Bangladesh Standards and Testing Institution and Bureau of Indian Standards on Cooperation in the Field of Standardization and Conformity Assessment'শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
৩৩.	'Motor Vehicles Agreement for the Regulation of Passenger, Personal and Cargo

ক্রম	চুক্তি/সমঝোতা স্মারক
	Vehicular Traffic between Bangladesh, Bhutan, India and Nepal' শীর্ষক অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন।
৩৪.	South Asian Regional Standards Organization (SARSO)-এর সঙ্গে 'Headquarters Agreement between The Government of the People's Republic of Banlgladesh and South Asian Regional Standards Organization (SARSO)' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
৩৫.	The Secretariat of the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)-এর সঙ্গে 'Headquarters Agreement between The Government of the People's Republic of Banlgladesh and the Secretariat of the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
৩৬.	UN-ESCAP-এর 'Intergovernmental Agreement on Dry Ports' শীর্ষক চুক্তি অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন।
৩৭.	'Agreement between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Republic of India on Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
৩৮.	'Memorandum of Understanding between The Government of Malaysia and the Government of the People's Republic of Bangladesh on the Employment of Workers' শীর্ষক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
৩৯.	'Agreement between the Government of the State of Kuwait and the Government of the People's Republic of Bangladesh for the Promotion and Reciprocal Protection of Investment' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
৪০.	'Agreement between the Government of the State of Kuwait and Government of the People's Republic of Bangladesh on Mutual Exemption of Prior Entry Visa for Holders of Diplomatic, Special and Official Passports' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
৪১.	'SAARC Framework Agreement For Energy Cooperation (Electricity)' শীর্ষক চুক্তি অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন।
৪২.	'Agreement between Ministry of Defence, Kuwait and Ministry of Defence, Bangladesh for the Deputation of the Bangladesh Armed Forces Personnel to the State of Kuwait' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
৪৩.	'Agreement between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the State of Kuwait on Mutual Exemption of Prior Entry

ক্রম	চুক্তি/সমঝোতা স্মারক
	Visa for Holders of Diplomatic, Special and Official Passports' শীর্ষক চুক্তি অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন।
৪৪.	মালয়েশিয়ার সঙ্গে 'Joint venture Agreement between Bangladesh Power Development Board and Consortium of Tenaga Nasional Berhad and Powertek Energy Sdn Bhd' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
৪৫.	ডব্লিউটিও'র সঙ্গে 'Agreement on Trade Facilitation' এবং ডব্লিউটিও'র মূল এগ্রিমেন্টে অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত 'Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization' অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন।
৪৬.	'Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of the People's Republic of Bangladesh on the extension of a state export credit to the Government of the People's Republic of Bangladesh concerning the construction of a Nuclear Power Plant in Bangladesh' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
৪৭.	'Agreement between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the State of Kuwait for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments' অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন।
৪৮.	'Agreement on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Kingdom of Bahrain' অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন।
৪৯.	বাংলাদেশ কর্তৃক প্যারিস চুক্তি অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন।
৫০.	বাংলাদেশ কর্তৃক 'Charter of the Developing-8 Organization for Economic Cooperation' অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন।
৫১.	'South Asia Wildlife Enforcement Network (SAWEN)'-এর Statute অনুমোদন।
৫২.	'Framework Agreement between the National Development and Reform Commission of the People's Republic of China and the Ministry of Industries of the People's Republic of Bangladesh for developing Cooperation on Production Capacity'- শীর্ষক চুক্তির খসড়া অনুমোদন।
৫৩.	'Treaty between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Union of Myanmar on the demarcation of the land section of the boundary north of the Naaf river' অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন।
৫৪.	'Agreement between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Russian Federation on Visa-free visit for persons holding diplomatic and official(service) passports'অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন।

ক্রম	চুক্তি/সমঝোতা স্মারক
৫৫.	বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বর্ডার-হাট স্থাপনের লক্ষ্যে স্বাক্ষরের জন্য 'Memorandum of Understanding' এবং 'Mode of Operation' অনুমোদন।
৫৬.	'Second Amendment of the Asia-Pacific Trade Agreement' -এর খসড়া অনুমোদন।
৫৭.	'Inter-Agency Agreement between Global Centre for Nuclear Energy Partnership (GCNEP), Department of Atomic Energy, Government of India and Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC), Ministry of Science and Technology, Government of People's Republic of Bangladesh on Cooperation regarding Nuclear Power Plant Project in Bangladesh'-এর খসড়া অনুমোদন।
৫৮.	'Arrangement between The Atomic Energy Regulatory Board (AERB) of the Government of the Republic of India and Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority (BAERA), the Government of the People's Republic of Bangladesh for the Exchange of Technical Information and Co-operation in the Regulation of Nuclear Safety and Radiation Protection'-এর খসড়া অনুমোদন।
৫৯.	'Agreement between the Royal Government of Bhutan and the Government of the People's Republic of Bangladesh for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income' শীর্ষক চুক্তির খসড়া অনুমোদন।
৬০.	'Agreement between the Government of Republic of India and the Government of the People's Republic of Bangladesh Concerning to Orbit Frequency Coordination of South Asia Satellite proposed at 48° E'-এর খসড়া অনুমোদন।
৬১.	Joint Interpretative Notes on the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of Bangladesh for the Promotion and Protection of Investments-এর খসড়া স্বাক্ষরের প্রস্তাব অনুমোদন।
৬২.	'Agreement between The Government of The People's Republic of Bangladesh and the Government of the Republic of India for the Regulation of Motor Vehicle Passenger Traffic between the Two Countries এবং Protocol on Operation of Passenger Bus Service between Kolkata in India and Dhaka in Bangladesh via Khulna in Terms of Agreement between The Government of The People's Republic of Bangladesh and the Government of the Republic of India'-এর খসড়া অনুমোদন।

ক্রম	চুক্তি/সমঝোতা স্মারক
৬৩.	ভুটানের সঙ্গে স্বাক্ষরের জন্য Agreement on Cultural Cooperation between the Royal Government of Bhutan and the Government of the People's Republic of Bangladesh-এর খসড়া অনুমোদন।
৬৪.	'Agreement between the Republic of San Marino and the People's Republic of Bangladesh on the Establishment of Diplomatic Releations'-এর খসড়া অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন।
৬৫.	আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত 'Convention on the Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities'-এর খসড়ার এবং এর অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন।
৬৬.	'Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Cooperation Concerning Return of Spent Nuclear Fuel from Rooppur Nuclear Power Plant to the Russian Federation'-এর খসড়া অনুমোদন।
৬৭.	Second Amendment to the Asia-Pacific Trade Agreement অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন।
৬৮.	'Agreement between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Kingdom of Bahrain for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income'-শীর্ষক চুক্তি অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন।
৬৯.	ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি)-র বিশেষায়িত সংস্থা Islamic Organization for Food Security (IOFS)-এর স্ট্যাচ্যুট অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন।
৭০.	'Agreement between the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Visa Exemption of Holders of Diplomatic and Official Passports-এর খসড়া অনুমোদন।
৭১.	Preferential Trade Agreement among D-8 Member States অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন।
৭২.	'Agreement between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official Passports-এর খসড়া অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন।

ক্রম	চুক্তি/সমঝোতা স্মারক
৭৩.	'Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade in Asia and the Pacific'-এ বাংলাদেশের পার্টি হইবার প্রস্তাব অনুমোদন ।
৭৪.	'Framework Agreement on the Establishment of the International Solar Alliance' অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন।
৭৫.	'Air Services Agreement between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of United Arab Emirates'-এর খসড়া অনুমোদন।
৭৬.	জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশনে 'Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons' স্বাক্ষরের প্রস্তাব অনুমোদন।
৭৭.	'Memorandum of Understanding on Cooperation in the field of Tourism between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Kingdom of Cambodia'-এর খসড়ার ভূতাপেক্ষ অনুমোদন।
৭৮.	ভারত ও রাশান ফেডারেশনের সঙ্গে স্বাক্ষরের জন্য 'Memorandum of Understanding between the State Atomic Energy Corporation 'ROSATOM' (Russian Federation), the Ministry of Science and Technology of the People's Republic of Bangladesh and the department of Atomic Energy of the Government of the Republic of India on Trilateral Cooperation in Implementation of the Rooppur Nuclear Power Plant Project in Bangladesh'-এর খসড়ার অনুমোদন।
৭৯.	Addendum-I to 'Inter-Agency Agreement between Global Centre for Nuclear Energy Partnership (GCNEP), Department of Atomic Energy, Government of India and Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC), Ministry of Science and Technology, Government of the People's Republic of Bangladesh on Cooperation regarding Nuclear Power Plant Project in Bangladesh'-এর খসড়ার অনুমোদন।
৮০.	IMO কর্তৃক প্রবর্তিত 'International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments (BWM), 2004'-এর খসড়া অনুসমর্থন।
৮১.	'International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships (AFS), 2001-এর খসড়া অনুসমর্থন।
৮২.	বাংলাদেশ ও মিশরের মধ্যে 'Agreement on Economic And Technical Cooperation' চুক্তি স্বাক্ষর।
৮৩.	BIMSTEC-ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে স্বাক্ষরের জন্য 'Memorandum of Understanding for

ক্রম	চুক্তি/সমঝোতা স্মারক
	Establishment of the BIMSTEC Grid Interconnection'-এর খসড়ার অনুমোদন।
৮৪.	'Agreement between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Kingdom of Thailand on Visa Exemption for Holders of Diplomatic Passports'-শীর্ষক চুক্তির খসড়ার ভূতাপেক্ষ এবং উহা অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন।
৮৫.	'Agreement between the Government of the State of Kuwait and the Government of the People's Republic of Bangladesh for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income'-শীর্ষক চুক্তি অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন।
৮৬.	'Protocol on the amendments to Agreement between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Russian Federation on Cooperation Concerning the Construction of a Nuclear Power Plant on the Territory of the People's Republic of Bangladesh, signed on November 2, 2011'-এর খসড়া অনুমোদন।
৮৭.	'Amendment to the Agreement between the Government of Republic of India and the Government of the People's Republic of Bangladesh Concerning to Orbit Frequency Coordination of 'South Asia Satellite' proposed at 48°E'-এর খসড়া অনুমোদন।
৮৮.	'Agreement between The Governments of the People's Republic of Bangladesh and the State of Kuwait on cooperation in the field of culture and arts'-এর খসড়ার ভূতাপেক্ষ অনুমোদন।
৮৯.	'Addendum to the Protocol on Inland Water Transit and Trade between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of Republic of India signed on 6 June 2015'-এর খসড়ার ভূতাপেক্ষ অনুমোদন।
৯০.	'Agreement between the European Union and the People's Republic of Bangladesh on certain aspects of air services' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
৯১.	বাংলাদেশ ও আজারবাইজানের মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর।
৯২.	'Air Transport Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the People's Republic of Bangladesh' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।

ক্রম	চুক্তি/সমঝোতা স্মারক
৯৩.	‘Agreement on Cultural Cooperation between the Government of the People’s Republic of Bangladesh and the Government of the Kingdom of Saudia Arabia’ শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
৯৪.	‘Agreement between the Royal Government of Cambodia and the Government of the People’s Republic of Bangladesh for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments’ অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন।
৯৫.	‘Agreement between the Government of the People’s Republic of Bangladesh and the Royal Government of Bhutan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income’-শীর্ষক চুক্তি অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন।
৯৬.	‘Agreement on Trade Promotion and Economic Cooperation between the Government of the Czech Republic and the Government of the People’s Republic of Bangladesh’-এর খসড়ার অনুমোদন।
৯৭.	‘Air Services Agreement between the Government of the People’s Republic of Bangladesh and the Government of the United Arab Emirates’-এর খসড়া অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন।
৯৮.	‘Treaty between the Government of the Republic of South Africa and the Government of the People’s Republic of Bangladesh on Extradition’-শীর্ষক চুক্তির খসড়া অনুমোদন।
৯৯.	‘Treaty between the Government of the Republic of South Africa and the Government of the People’s Republic of Bangladesh on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters’-শীর্ষক চুক্তির খসড়া অনুমোদন।

মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাক্ষর/অনুসমর্থনের জন্য বাস্তবায়নাধীন দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক চুক্তি/সমঝোতা স্মারকসমূহ:

ক্রম	চুক্তি/সমঝোতা স্মারক
১.	বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল/সার্ভিস পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর।
২.	বাংলাদেশ ও সার্বিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর।

ক্রম	চুক্তি/সমঝোতা স্মারক
৩.	‘SAARC Regional Railways Agreement for SAARC Member States finalized by the fifth Inter-Governmental Group on Transport’ শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
৪.	‘Draft Motor Vehicles Agreement for the Regulation of Passenger and Cargo Vehicular Traffic amongst SAARC Member States’ শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
৫.	‘Motor Vehicles Agreement for the Regulation of Passenger, Personal and Cargo Vehicular Traffic between Bangladesh, Bhutan, India and Nepal’ শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
৬.	‘Agreement between the Government of Canada and the Government of the People’s Republic of Bangladesh on Air Transport’ শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর।
৭.	‘MoU on Cooperation in the field of Tourism between Bangladesh and Thailand’ শীর্ষক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
৮.	‘Protocol between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the People’s Republic of Bangladesh on Training and Cooperation in the field of Military Health’ স্বাক্ষরের প্রস্তাব অনুমোদন।
৯.	‘Agreement between the Government of the State of Qatar and the Government of the People’s Republic of Bangladesh for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income’ শীর্ষক চুক্তির খসড়া অনুমোদন।
১০.	‘Agreement on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments between the Government of the People’s Republic of Bangladesh and the Government of the Sultanate of Oman’-এর খসড়া অনুমোদন।
১১.	‘Agreement between the Government of the United Mexican States and the Government of the People’s Republic of Bangladesh on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters’-এর খসড়া অনুমোদন।
১২.	BIMSTEC সদস্যভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সম্পাদনের লক্ষ্যে ‘Agreement on Coastal Shipping’-এর খসড়া অনুমোদন।
১৩.	নেপালের সঙ্গে স্বাক্ষরের জন্য ‘BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters’-এর খসড়া অনুমোদন।
১৪.	BIMSTEC সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্বাক্ষরের জন্য ‘Memorandum of Association on the Establishment of BIMSTEC Technology Transfer Facility’-এর খসড়া অনুমোদন।

পরিশিষ্ট-৫

মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপিত সারসংক্ষেপের মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক পরিসংখ্যান

ক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সারসংক্ষেপের সংখ্যা
১.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১২৯
২.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৬৭
৩.	শিল্প মন্ত্রণালয়	৬২
৪.	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৫০
৫.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৪৩
৬.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৪১
৭.	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৪১
৮.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৩৮
৯.	কৃষি মন্ত্রণালয়	৩৫
১০.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	৩৫
১১.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৩৩
১২.	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	২৯
১৩.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২৯
১৪.	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	২৬
১৫.	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	২৫
১৬.	অর্থ বিভাগ	২৩
১৭.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২৩
১৮.	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	২৩
১৯.	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	২৩
২০.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	২২
২১.	জননিরাপত্তা বিভাগ	২২
২২.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২১
২৩.	বিদ্যুৎ বিভাগ	২১
২৪.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	২০
২৫.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	১৯
২৬.	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	১৯
২৭.	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	১৯

ক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সারসংক্ষেপের সংখ্যা
২৮.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১৭
২৯.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৭
৩০.	স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৭
৩১.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১৬
৩২.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৫
৩৩.	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	১৫
৩৪.	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	১৩
৩৫.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	১২
৩৬.	রেলপথ মন্ত্রণালয়	১০
৩৭.	ভূমি মন্ত্রণালয়	১০
৩৮.	পরিকল্পনা বিভাগ	১০
৩৯.	খাদ্য মন্ত্রণালয়	৯
৪০.	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	৮
৪১.	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৮
৪২.	আইন ও বিচার বিভাগ	৭
৪৩.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	৭
৪৪.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৫
৪৫.	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৫
৪৬.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৫
৪৭.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৪
৪৮.	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩
৪৯.	সেতু বিভাগ	৩
৫০.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩
৫১.	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	১
৫২.	পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	১
৫৩.	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	১
৫৪.	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	১
৫৫.	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	১
	মোট	**১,১৬২**

পরিশিষ্ট-৬

মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের বর্তমান পর্যায়
১২ জানুয়ারি ২০১৪ - ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮

(০১) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৮৭টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এর মধ্যে ৮২টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট ০৫টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মসবৈ-০৭(০২)/২০১৭, তারিখ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ বিষয়-৫: বাংলাদেশ ও কাতারের মধ্যে স্বাক্ষরের জন্য দ্বৈত করারোপণ পরিহার ও রাজস্ব ফাঁকি রোধ সংক্রান্ত চুক্তির খসড়ার অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ২৩.১। বাংলাদেশ ও কাতারের মধ্যে স্বাক্ষরের জন্য সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত দ্বৈত করারোপণ পরিহার ও রাজস্ব ফাঁকি রোধ সংক্রান্ত 'Agreement between the Government of the State of Qatar and the Government of the People's Republic of Bangladesh for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income' শীর্ষক চুক্তির খসড়া অনুমোদন করা হইল।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, বাংলাদেশ ও কাতারের মধ্যে স্বাক্ষরের জন্য দ্বৈত করারোপণ পরিহার ও রাজস্ব ফাঁকি রোধ সংক্রান্ত চুক্তিটি মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পর আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরের জন্য কাতারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণ করা হলে কাতার কর্তৃপক্ষ আরও কিছু সংশোধনীসহ সম্পূর্ণ নতুন একটি ড্রাফট প্রেরণ করে। ফলে ড্রাফটটি পর্যালোচনাকরতঃ সমঝোতা বৈঠকের মাধ্যমে একটি সম্মত কার্যবিবরণী স্বাক্ষর আবশ্যক হয়ে পড়ে। সে লক্ষ্যে গত ১১-১৩ জানুয়ারি ২০২১ মেয়াদে বাংলাদেশ ও কাতারের মধ্যে স্বাক্ষরের জন্য দ্বৈত করারোপণ পরিহার ও রাজস্ব ফাঁকি রোধ সংক্রান্ত চুক্তির বিষয়ে চতুর্থ দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং একটি সম্মত কার্যবিবরণী স্বাক্ষরিত হয়েছে। সম্মত কার্যবিবরণীটি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে ১৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে ভেটিং করা হয়েছে।
২.	মসবৈ-১২(০৪)/২০১৭, তারিখ: ১৭ এপ্রিল ২০১৭ বিষয়-৩: 'আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪'-এর বিধানাবলি 'আয়কর আইন, ২০১৭' হিসাবে পাস	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, বিদ্যমান The Income-tax Ordinance, 1984 অধ্যাদেশটি ইংরেজি ভাষায় প্রণীত থাকায়

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	করিবার বিষয়ে মন্ত্রিসভার নীতিগত অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ১৭.২। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ '১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় 'অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩'-এর তফসিল হইতে 'The Income-tax Ordinance, 1984' বিযুক্ত করিবার বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।	প্রাথমিকভাবে খসড়াটি ইংরেজিতে এবং পরবর্তী সময়ে উক্ত খসড়া বাংলা প্রণয়নের সিদ্ধান্তের পরিপেক্ষিতে খসড়া বাংলা আয়কর আইন, ২০২১ প্রস্তুতপূর্বক জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক গঠিত রিভিউ কমিটি দ্বারা পর্যালোচনার কাজ চলমান রয়েছে।
৩.	মসবৈ-১৪(০৫)/২০১৭, তারিখ: ০৮ মে ২০১৭ বিষয়-৩: বাংলাদেশ ও মেক্সিকোর মধ্যে স্বাক্ষরের জন্য Agreement between the Government of the United Mexican States and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters-এর খসড়ার অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ১৪। বাংলাদেশ ও মেক্সিকোর মধ্যে স্বাক্ষরের জন্য সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত Agreement between the Government of the United Mexican States and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters-এর খসড়া অনুমোদন করা হইল।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, Bangladesh-Mexico-এর কাস্টমস প্রশাসনের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ, অনুমোদিত ও চূড়ান্তকৃত চুক্তিটি স্বাক্ষরের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার লক্ষ্যে উভয় দেশের স্বাক্ষরকারী কর্তৃপক্ষ, স্বাক্ষরের স্থান, তারিখ ও সময় ইত্যাদি Bilateral Consultations সভায় চূড়ান্ত করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে একাধিক তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হলেও মেক্সিকোর তরফ থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।
৪.	মসবৈ-২৬(০৮)/২০১৭, তারিখ: ২১ আগস্ট ২০১৭ বিষয়-১: 'The Income-tax Act, 2017'-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, বিদ্যমান The Income-tax Ordinance, 1984 অধ্যাদেশটি ইংরেজি ভাষায় প্রণীত থাকায়

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	সিদ্ধান্ত: ৯.২। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সঙ্গে নিবিড় পরামর্শক্রমে প্রস্তাবিত 'The Income-tax Act, 2017'-শীর্ষক আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনানুগ সংশোধন/পরিমার্জন/পুনর্গঠনকরতঃ উহা পুনরায় মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন করিবে।	প্রাথমিকভাবে খসড়াটি ইংরেজিতে এবং পরবর্তী সময়ে উক্ত খসড়া বাংলা প্রণয়নের সিদ্ধান্তের পরিপেক্ষিতে খসড়া বাংলা আয়কর আইন, ২০২১ প্রস্তুতপূর্বক জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক গঠিত রিভিউ কমিটি দ্বারা পর্যালোচনার কাজ চলমান রয়েছে।
৫.	মসবৈ-২৬(০৮)/২০১৭, তারিখ: ২১ আগস্ট ২০১৭ বিষয়-১: 'The Income-tax Act, 2017'-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ৯.৩। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসরণপূর্বক আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চাসহ অন্যান্য বিষয়াদি হালনাগাদক্রমে নূতন আয়কর আইনের খসড়া বাংলা ভাষায় প্রণয়নকরতঃ যথাশীঘ্র মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন করিবে।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, বিদ্যমান 'The Income Tax Ordinance, 1984' অধ্যাদেশটি ইংরেজী ভাষায় প্রণীত থাকায় প্রাথমিকভাবে খসড়াটি ইংরেজিতে এবং পরবর্তী সময়ে উক্ত খসড়া বাংলায় প্রণয়নের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে খসড়া বাংলা আয়কর আইন, ২০২১ প্রস্তুতপূর্বক জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক গঠিত রিভিউ কমিটি দ্বারা পর্যালোচনার কাজ চলমান রয়েছে।

(০২) অর্থ বিভাগ

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ১০৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্থ বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এর মধ্যে ১০১টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট ০২টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মসবৈ-২৪(০৬)/২০১৬, তারিখ: ২৭ জুন ২০১৬ বিষয়-১: 'জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, ২০১৬'-এর খসড়ার অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ৮.২। অর্থমন্ত্রী সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের কার্যকর ব্যবহারের বিষয়ে সকল	অর্থ বিভাগ ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, দেশে বর্তমানে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার (CSR) বিষয়ে কোন সর্বজনীন নীতিমালা না থাকায় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের আলোকে অর্থ বিভাগ একটি খসড়া CSR গাইডলাইন প্রস্তুত করেছে। পরবর্তী সময়ে অধিকতর পর্যালোচনায় দেখা যায়, আন্তর্জাতিক

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় দিক্-নির্দেশনা (গাইডলাইন) প্রদান করিবেন।	উত্তম চর্চা অনুসরণপূর্বক CSR কার্যক্রম সমন্বিতভাবে পরিচালনার জন্য এটিকে একটি আইনি কাঠামোর অধীনে আনতে হলে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ সংশোধনপূর্বক এতে CSR বিষয়ক ধারা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন হতে পারে, যা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত। এ বিষয়ে করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক গত ২৭ জুন ২০২১ তারিখে অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও সামষ্টিক অর্থনীতি)-এর সভাপতিত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, 'যেহেতু কোম্পানি আইনের আওতায় গ্রহণীয় কার্যক্রম, কাজেই CSR গাইডলাইন প্রণয়নের বিষয়টি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত। সুতরাং, অর্থ বিভাগ কর্তৃক যে CSR গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে, অর্থ বিভাগ উহা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।' বর্ণিত অবস্থায়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে CSR গাইডলাইন প্রস্তুত সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে।
২.	মসবৈ-০৪(০২)/২০১৭, তারিখ: ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ বিষয়-৪: বাংলাদেশে সার্বভৌম সম্পদ তহবিল (Sovereign Wealth Fund) গঠনের প্রস্তাব নীতিগত অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ১৯। সার্বভৌম সম্পদ তহবিল (Sovereign Wealth Fund) গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হইল।	অর্থবিভাগ ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুমোদন করেছেন। উক্ত তহবিলের নামকরণ করা হয়েছে Bangladesh Infrastucture Development Fund (BIDF)। BIDF গঠন করার ফলে Sovereign Wealth Fund গঠনের আর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। মন্ত্রিসভার ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখের উল্লিখিত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হবে।

(০৩) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ১০৫টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে সকল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

(০৪) আইন ও বিচার বিভাগ

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৬০টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব আইন ও বিচার বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে সকল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

(০৫) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৭৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে সকল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

(০৬) কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৫৭টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে সকল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

(০৭) কৃষি মন্ত্রণালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৮৮টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এর মধ্যে ৮৭টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট ০১টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মসবৈ-০১(০১)/২০১৮, তারিখ: ০৩ জানুয়ারি ২০১৮ বিষয়-৩: বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত 'Memorandum of Understanding on Cooperation in the field of Tourism between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of	কৃষি মন্ত্রণালয় ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত Memorandum of Understanding আলোকে কম্বোডিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ-সম্ভাবনার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	the Kingdom of Cambodia'-এর খসড়ার ভূতাপেক্ষ অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ১৯.২। কৃষি মন্ত্রণালয় কম্বোডিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ-সম্ভাবনার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে উপযুক্ত নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারে।	পরিপ্রেক্ষিতে, এ বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, BIDA এবং প্রাইভেট সেক্টর হতে মতামত গ্রহণ করে প্রাপ্ত মতামত ও তথ্যের ভিত্তিতে একটি খসড়া নীতিমালা 'বহির্বিশ্বে কৃষি বিনিয়োগ নীতি, ২০২০' প্রস্তুত করা হয়। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১৩ আগস্ট ২০২০ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জারিকৃত পত্রের মাধ্যমে বিদেশে বাংলাদেশি বিনিয়োগ নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটিতে কৃষি মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। এমতাবস্থায়, যেহেতু বিদেশে বাংলাদেশি বিনিয়োগ সংক্রান্ত কমিটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে BIDA কার্যক্রম শুরু করেছে, সেহেতু উক্ত নীতিমালায় কৃষি বিনিয়োগের নীতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হবে। উল্লেখ্য, বহির্বিশ্বে বাংলাদেশি বিনিয়োগ সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে BIDA কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খসড়া নীতিমালার উপর লিখিত মতামত চাওয়া হলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মতামত ১৩ জুলাই ২০২১ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে বিষয়টি BIDA-তে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(০৮) খাদ্য মন্ত্রণালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৬২টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে সকল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

(০৯) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৭৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ওপর ন্যস্ত করা হয়। এর মধ্যে ৭২টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত

হয়েছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট ০১টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মসবৈ-০৯(০৩)/২০১৭, তারিখ: ২০ মার্চ ২০১৭ বিষয়-২: 'নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন, ২০১৭'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন। আলোচনা: ১১.১। দেশের সুষ্ঠু নগরায়ণের লক্ষ্যে ভূমি-ব্যবহার সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে নগর ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের জন্য সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে 'নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন, ২০১৭'-এর খসড়া প্রণয়নের প্রস্তাব সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয়। প্রস্তাবিত আইনের বিধানাবলি যুক্তিযুক্ত ও অনুমোদনযোগ্য। তবে, উহার ৩(২) উপ-ধারায় প্রস্তাবিত নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা উপদেষ্টা পরিষদ ও ৫(২) উপ-ধারায় উল্লেখিত নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা নির্বাহী পরিষদে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ এবং ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন হইবে। ইহা ছাড়া, আবশ্যকতা ও প্রায়োগিকতা বিবেচনায় ৩(২) উপ-ধারায় বর্ণিত নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা পরিষদের কলেবর আরও সংক্ষিপ্ত করিবার অবকাশ রহিয়াছে। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসাবে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবের স্থলে অতিরিক্ত সচিবের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ রাখা সমীচীন হইবে। ইহা ছাড়া, প্রস্তাবিত আইনের ৩(২) উপ-ধারায়	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে আইনের খসড়াসহ সার-সংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে ৬টি পর্যবেক্ষণসহ খসড়া আইন এবং সার-সংক্ষেপ ফেরত দেয়া হয়। উক্ত পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে আইনটি সংশোধনপূর্বক প্রণয়নের লক্ষ্যে গত ১৮ নভেম্বর ২০২০ তারিখে সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে গত ১০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের মতামতের আলোকে আইনের খসড়া ও সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করা হয়েছে। 'নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন, ২০২১' এর খসড়া এবং সার-সংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের লক্ষ্যে এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর (গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী) অনুমোদনের জন্য সার-সংক্ষেপ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	উপদেষ্টা পরিষদের গঠনকাঠামোতে অনুষ্ঠেয় সভার এজেন্ডা বিবেচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত প্রতিনিধিকে সাময়িকভাবে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিবার সুযোগ রাখিয়া উক্ত উপ-ধারাটি পুনর্গঠন করা আবশ্যক। ১১.২। উপর্যুক্ত আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন, ২০১৭'-এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা যাইতে পারে। **সিদ্ধান্ত:** ১২। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন, ২০১৭'-এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হইল।	

(১০) জননিরাপত্তা বিভাগ

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৮৪টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব জননিরাপত্তা বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এর মধ্যে ৮১টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট ০৩টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মসবৈ-২৫(০৬)/২০১৫,তারিখ: ২২ জুন ২০১৫ বিষয়-১: 'মোবাইল কোর্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৫'-এর খসড়া নীতিগত অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ১০। সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'মোবাইল কোর্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৫'-এর খসড়া	জননিরাপত্তা বিভাগ ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্ট বিভাগে তিনটি রিট (রিট পিটিশন নম্বর-৮৪৩৭/২০১১, ১০৪৮২/২০১১ এবং ৪৮৭৯/২০১২)-এ প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	নীতিগতভাবে এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং সাপেক্ষে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হইল।	পক্ষে চেম্বার জজ আদালতে আপিল করা হলে চেম্বার জজ রিট পিটিশনের আদেশ স্থগিত করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় কোন বাধা নেই।
২.	মসবৈ-০২(০১)/২০১৭, তারিখ: ০৯ জানুয়ারি ২০১৭ বিষয়-২: 'ব্যাটালিয়ন আনসার (সংশোধন) আইন, ২০১৬'-এর খসড়ার নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ১০.২। গত ০২ মার্চ ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে 'ব্যাটালিয়ন আনসার (সংশোধন) আইন, ২০১৫'-এর খসড়া নীতিগত অনুমোদনের সময় মন্ত্রিসভা যে নির্দেশনা প্রদান করিয়াছে তাহা অনুসরণক্রমে 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০'-এ বিদ্রোহ সংঘটন সংক্রান্ত শাস্তি বিধানের যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষাক্রমে বিদ্যমান আইনে বিদ্রোহ সংক্রান্ত অপরাধ সংজ্ঞায়িত এবং উহার শাস্তির বিধান সন্নিবেশ করিয়া উহা সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	জননিরাপত্তা বিভাগ ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, 'আনসার ব্যাটালিয়ন আইন, ২০২০'-এর খসড়ায় উপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটির নির্দেশনার আলোকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংযোজন ও পরিমার্জনপূর্বক প্রশাসনিক অনুমোদনের লক্ষ্যে গত ২২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩.	মসবৈ-২৩(০৮)/২০১৮, তারিখ: ২০ আগস্ট ২০১৮ সম্পূরক বিষয়: নেপালের সঙ্গে স্বাক্ষরের জন্য BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters-এর খসড়ার অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ৩৪। নেপালের সঙ্গে স্বাক্ষরের জন্য সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত BIMSTEC Convention on Mutual Legal	জননিরাপত্তা বিভাগ ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, BIMSTEC সচিবালয়, ঢাকা হতে জানা যায়, BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters সকল সদস্য রাষ্ট্রের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। সকল সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত হলে তা স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হবে। এ প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে জানানো হয়েছে, BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	Assistance in Criminal Matters-এর খসড়া অনুমোদন করা হইল।	Matters বিমসটেকের ০৭টি সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যৌথভাবে স্বাক্ষরের জন্য মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়। চুক্তিটি ৩০-৩১ আগস্ট ২০১৮ মেয়াদে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে অনুষ্ঠিত ৪র্থ বিমসটেক শীর্ষ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সে সময়ে ভুটানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিদ্যমান ছিল এবং তাদের প্রধান বিচারপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ছিলেন। চুক্তিটি স্বাক্ষরে সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা থাকায় ভুটান চুক্তিটিতে অনুমোদন দিলেও তা স্বাক্ষরে অপারগতা প্রকাশ করে। ভুটান সেই সময়ে প্রস্তাব করে যে নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের দেশে নিয়মিত সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর তারা চুক্তি স্বাক্ষর করবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সেই সময় সিদ্ধান্ত হয় যে চুক্তিটি ৫ম বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনে স্বাক্ষরিত হবে। ৫ম বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া সাপেক্ষে বিমসটেকভুক্ত সদস্য দেশের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সম্মুখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। এ বিষয়ে জননিরাপত্তা বিভাগ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করছে।

(১১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ১০১টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এর মধ্যে ১০০টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট ০১টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মসবৈ-৩৫(১০)/২০১৬, ২৪ অক্টোবর ২০১৬ বিষয়-৬: বিশেষ মেধা ও যোগ্যতার অধিকারী গবেষক/বিজ্ঞানীদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, বিশেষ মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী/গবেষকদের

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে অবস্থানপত্র। **সিদ্ধান্ত:** ২৩.২। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে বিশেষ মেধা ও যোগ্যতার অধিকারী গবেষক/বিজ্ঞানীদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা বৃদ্ধির বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক উপস্থাপিত অবস্থানপত্রের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।	(যদি থাকে) অবসরের বয়সসীমা বৃদ্ধির মানদণ্ড নির্ধারণকল্পে বিজ্ঞানী/গবেষক কারা, গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা কী, কারা ও কীভাবে এ সুবিধা প্রাপ্ত হবেন সে বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা প্রেরণের জন্য ৪৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে সর্বমোট ৪৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের তথ্য পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট ০৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মতামত পাওয়া যায়নি।

(১২) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৬২টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এর মধ্যে ৬০টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট ০২টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মসবৈ-০৯(০৩)/২০১৫ ,তারিখ: ০২ মার্চ ২০১৫ বিষয়-৩: 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আইন, ২০১৫'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ১৪.২। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের হিসাবরক্ষণে পেশাদারিত্ব নিশ্চিতকরণের স্বার্থে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট কিংবা হিসাবরক্ষণে বিশেষায়িত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে নিযুক্ত করিবার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আইন, ২০১৬' গত ১৩ মার্চ ২০১৬ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। নতুন আইনের আলোকে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের বিদ্যমান প্রবিধানমালা সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের নির্দেশনা অনুযায়ী হিসাবরক্ষণে পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রবিধানমালার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ সংশোধন করে এ বিভাগে দ্রুত প্রেরণ করার জন্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনকে নির্দেশনা

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক বিদ্যমান প্রবিধানমালা সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২.	মসবৈ-০৮(০৪)/২০১৮, তারিখ: ০২ এপ্রিল ২০১৮ বিষয়-২: চট্টগ্রামের বাঁশখালিতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে 'বাংলাদেশ এনার্জি পোর্ট লিমিটেড' নামক কোম্পানি গঠনের লক্ষ্যে এতৎসংশ্লিষ্ট Memorandum of Association, Articles of Association এবং Joint Venture and Shareholders' Agreement-এর খসড়ার অনুমোদন। আলোচনা: জ্বালানি খাত অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান নিয়ামক ও সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের চালিকা-শক্তি। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে জ্বালানি-চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এই ক্রমবর্ধমান জ্বালানি-চাহিদা মিটাইবার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। ইহার ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রামের বাঁশখালিতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে বাংলাদেশ এনার্জি পোর্ট লিমিটেড নামক কোম্পানি গঠনের প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত। তবে, সমঝোতা স্মারকের 2.1.(d) অনুচ্ছেদে কুতুবদিয়া পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড গঠন এবং 5.1 ক্রমিকে উক্ত কোম্পানি কর্তৃক প্রকল্প এলাকায় সন্নিহিত এলএনজি ফ্যাসিলিটি হইতে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারপূর্বক ৭০০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইক্যাল	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, গত ০৩ মে ২০১৮ ও ০৫ আগস্ট ২০১৮ তারিখে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভায় কমিটি প্রস্তাবিত কোম্পানির Memorandum of Association (MoA), Articles of Association (AoA) এবং Joint Venture and Shareholders Agreement-এর খসড়া পর্যালোচনাসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত মতামত/শর্তাদি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে। চূড়ান্ত সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	গ্যাস টার্বাইন পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার সঙ্গে বিদ্যুৎ বিভাগের সম্পৃক্ততা রহিয়াছে। ইহা ছাড়া, প্রস্তাবিত কোম্পানি কর্তৃক বঙ্গোপসাগর এবং কুতুবদিয়া দ্বীপের গভীর সমুদ্রবন্দর এলাকায় চ্যানেল নির্মাণসহ বার্থিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। বিষয়টির সঙ্গে কোস্টগার্ড, নৌবাহিনী, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় প্রভৃতি মন্ত্রণালয়/সংস্থার সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, প্রস্তাবিত কোম্পানির Memorandum of Association (MoA), Articles of Association (AoA) এবং Joint Venture and Shareholders Agreement-এর খসড়া সার্বিকভাবে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে আহ্বায়ক এবং সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে সদস্য- সচিব করিয়া সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ; সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ; সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়; সচিব (মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ; সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়; ভারপ্রাপ্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং ভারপ্রাপ্ত সচিব অর্থ বিভাগ-এর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা যাইতে পারে। কমিটি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার উপযুক্ত প্রতিনিধিকে কো-অপ্ট করিতে পারে। কমিটি মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী প্রস্তাবিত কোম্পানির Memorandum of Association, Articles of Association	

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	এবং Joint Venture and Shareholders' Agreement-এর খসড়া পর্যালোচনাক্রমে পুনর্গঠন/পরিমার্জনসহ প্রস্তাবিত কোম্পানি গঠনের বিষয়ে সুপারিশ করিতে পারে। **সিদ্ধান্ত:** ১৩.২। চট্টগ্রামের বাঁশখালিতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে 'বাংলাদেশ এনার্জি পোর্ট লিমিটেড' নামক কোম্পানি গঠনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত কোম্পানির Memorandum of Association (MoA), Articles of Association (AoA) এবং Joint Venture and Shareholders Agreement-এর খসড়া সার্বিকভাবে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হইল: ১। মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক)-প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়; আহ্বায়ক ২। সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ; সদস্য ৩। সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ; ৪। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়; ৫। সচিব (মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; ৬। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ; ৭। সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়; ৮। ভারপ্রাপ্ত সচিব, অর্থ বিভাগ; ৯। ভারপ্রাপ্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়; ১০। সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ; কমিটি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার উপযুক্ত প্রতিনিধিকে	

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	কো-অপ্ট করিবে। কমিটি মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী প্রস্তাবিত কোম্পানির Memorandum of Association, Articles of Association এবং Joint Venture and Shareholders' Agreement-এর খসড়া পর্যালোচনাক্রমে পুনর্গঠন/পরিমার্জনসহ প্রস্তাবিত কোম্পানি গঠনের বিষয়ে সুপারিশ করিবে।	

(১৩) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৭৫টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে সকল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

(১৪) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৮০টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এর মধ্যে ৭৭টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট ০৩টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মসবৈ-২৯(১০)/২০১৮, তারিখ: ২৯ অক্টোবর ২০১৮ সম্পূরক বিষয়-১: 'সম্প্রচার আইন, ২০১৮'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন। আলোচনা: ২৪.১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৯ অনুযায়ী আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ-সাপেক্ষে সকল নাগরিকের চিন্তা ও বিবেক, বাক এবং সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে 'সম্প্রচার আইন, ২০১৮'-এর খসড়া প্রণয়নের	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ০৯টি মতামত/পর্যবেক্ষণ সংশোধনীসহ আরো কিছু বিষয়ে সংযোজন, বিয়োজন করে সম্প্রচার আইন, ২০২১ সংশোধন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর অনুচ্ছেদ ২২৭ অনুযায়ী খসড়া ভেটিংয়ের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে গত ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	প্রস্তাব সময়োপযোগী এবং প্রশংসনীয়। ইহা জনগণের মৌলিক অধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখিয়া উন্মুক্ত, স্বাধীন, দায়িত্বশীল, দায়বদ্ধ, মূল্যবোধসম্পন্ন এবং বহুমুখী ও কার্যকর সম্প্রচারশিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিবে বলিয়া আশা করা যায়। প্রস্তাবিত আইনের বিধানাবলি যুক্তিযুক্ত ও অনুমোদনযোগ্য। তবে, প্রস্তাবিত 'আইনের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন এবং প্রয়োগ ও প্রযোজ্যতা' শীর্ষক ধারা ১-এ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষেত্রে উক্ত আইন প্রযোজ্য হইবে না মর্মে পৃথক উপ-ধারা সংযোজন করা সমীচীন হইবে। প্রস্তাবিত আইনের ১৬(৩) উপ-ধারায় 'বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী', 'পুলিশ' শব্দসমূহের স্থলে 'আইন শৃঙ্খলা বাহিনী' শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে। ইহা ছাড়া, প্রস্তাবিত আইনের 'অপরাধ ও দণ্ড' সংক্রান্ত সপ্তম অধ্যায়ের ২৮(১) উপ-ধারায় কোন অসত্য তথ্য প্রচার করিলে এবং উহার সত্যতা প্রমাণে ব্যর্থ হইলে তাহা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে মর্মে পৃথক দফা সংযোজন করা সমীচীন হইবে। ২৪.২। উপর্যুক্ত আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'সম্প্রচার আইন, ২০১৮'-এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা যাইতে পারে। **সিদ্ধান্ত:** ২৫। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'সম্প্রচার আইন, ২০১৮'-এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হইল।	

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
২.	মসবৈ-২৯(১০)/২০১৮, তারিখ: ১৫ অক্টোবর ২০১৮ সম্পূরক বিষয়-২: 'গণমাধ্যম কর্মী (চাকুরির শর্তাবলি) আইন, ২০১৮'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন। আলোচনা: ২৭.১। গণমাধ্যম কর্মীদের চাকুরির ধরন এবং সময়ের পরিক্রমায় সংবাদপত্র জগতে বহুমাত্রিক পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে একটি যুগোপযোগী 'গণমাধ্যম কর্মী (চাকুরির শর্তাবলি) আইন, ২০১৮'-এর খসড়া প্রণয়নের উদ্যোগ সময়োপযোগী এবং প্রশংসনীয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত 'The Newspaper Employees (Conditions of Service) Act, 1974' আইনের মূল চেতনাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া 'গণমাধ্যম কর্মী (চাকুরির শর্তাবলি) আইন, ২০১৮'-এর খসড়া অবাধ তথ্যপ্রবাহ ও সংবাদপত্র শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশে ভূমিকা রাখিবে বলিয়া আশা করা যায়। প্রস্তাবিত আইনের বিধানাবলি যুক্তিযুক্ত ও অনুমোদনযোগ্য। তবে, প্রস্তাবিত 'গণমাধ্যম কর্মী (চাকুরির শর্তাবলি) আইন, ২০১৮'-এর সহিত 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৮' দ্বৈততা পরিহার করিবার লক্ষ্যে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা সমীচীন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে চূড়ান্তকৃত 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৮'-এর যে-সকল স্থানে সংবাদপত্র শ্রমিক, সংবাদপত্র ছাপাখানা শ্রমিক সংক্রান্ত বিষয়সমূহ রয়েছে তাহা বিযুক্তকরণসহ প্রয়োজনীয় সংশোধনের বিষয়ে সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ; সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় এবং সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর সমন্বয়ে	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, 'গণমাধ্যম কর্মী (চাকুরির শর্তাবলি) আইন' ২০১৮ এবং 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৮-এর বিধানাবলি সাংঘর্ষিক এবং এর মধ্যে দ্বৈততা রয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করার জন্য উপকমিটি গঠন করা হয়। গঠিত উপকমিটি গত ২৬ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে 'গণমাধ্যম কর্মী (চাকুরির শর্তাবলি) আইন' ২০২১-এর খসড়া প্রস্তুত করে। প্রস্তুতকৃত খসড়া চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়; সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সভা ২৫ মার্চ ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত আইনের খসড়া প্রস্তুত করে ভেটিংয়ের জন্য গত ১৪ জুন ২০২১ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	একটি কমিটি গঠন করা যাইতে পারে। উক্ত কমিটি মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৮' আইনে সংশোধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর সচিব প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণসহ এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করিবে। ২৭.২। উপর্যুক্ত আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'গণমাধ্যম কর্মী (চাকুরির শর্তাবলি) আইন, ২০১৮'-এর খসড়া নীতিগত এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং সাপেক্ষে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা যাইতে পারে। **সিদ্ধান্ত:** ২৮.১। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'গণমাধ্যম কর্মী (চাকুরির শর্তাবলি) আইন, ২০১৮'-এর খসড়া নীতিগত এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং সাপেক্ষে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হইল।	
৩.	মসবৈ-২৯(১০)/২০১৮, তারিখ: ১৫ অক্টোবর ২০১৮ সম্পূরক বিষয়-২: 'গণমাধ্যম কর্মী (চাকুরির শর্তাবলি) আইন, ২০১৮'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন। ২৮.২। প্রস্তাবিত 'গণমাধ্যম কর্মী (চাকুরির শর্তাবলি) আইন, ২০১৮'-এর সহিত 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৮' দ্বৈততা পরিহার করিবার লক্ষ্যে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, 'গণমাধ্যম কর্মী (চাকুরির শর্তাবলি) আইন' এবং 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৮ এর বিধানাবলি পারস্পরিক সাংঘর্ষিক এবং এর মধ্যে দ্বৈততা রয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করার জন্য উপকমিটি গঠন করা হয়। গঠিত উপকমিটি গত ২৬ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে 'গণমাধ্যম

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	সমীচীন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে চূড়ান্তকৃত 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৮'-এর যে-সকল স্থানে সংবাদপত্র শ্রমিক, সংবাদপত্র ছাপাখানা শ্রমিক সংক্রান্ত বিষয়সমূহ রয়েছে তাহা বিযুক্তকরণসহ প্রয়োজনীয় সংশোধনের বিষয়ে সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ; সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় এবং সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করিতে হইবে। কমিটি মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে চূড়ান্তকৃত 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৮' আইনের বিধানাবলি সার্বিকভাবে পরীক্ষা করিয়া উহা সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।	কর্মী (চাকুরির শর্তাবলি) আইন' ২০২১-এর খসড়া প্রস্তুত করে। প্রস্তুতকৃত খসড়াটি পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়; সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সভা ২৫ মার্চ ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত আইনের খসড়া প্রস্তুত করে ভেটিংয়ের জন্য গত ১৪ জুন ২০২১ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(১৫) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৯২টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে সকল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

(১৬) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৫৭টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এর মধ্যে ৫৬টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট ০১টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মসবৈ-৩৬(১১)/২০১৪, তারিখ: ২৪ নভেম্বর ২০১৪ বিষয়-১: মালয়েশিয়ার সঙ্গে স্বাক্ষরের জন্য 'Memorandum of Understanding	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে,বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের কক্সবাজার থেকে নোয়াখালী

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	between the Government of Malaysia and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Co-operation in the field of Tourism' শীর্ষক সমঝোতা স্মারক অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ৮.৩। কক্সবাজার জেলায় বসবাসরত নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরণার্থীকে নোয়াখালী জেলার নূতন চরগুলিতে কিংবা অনুরূপ জায়গায় স্থানান্তর করা যায় কি-না, তাহা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।	জেলার ভাসানচরে স্থানান্তর বিষয়ে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে: ১. ভাসানচর নোয়াখালি জেলার হাতিয়া উপজেলার চরঈশ্বর ইউনিয়নে অবস্থিত। এখানে আশ্রয়ণ-৩ প্রকল্পের আওতায় ০১ লক্ষ বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের স্থানান্তরের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মূলতঃ উখিয়া ও টেকনাফের রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে ০১ লক্ষ রোহিঙ্গা নাগরিককে ভাসানচরে স্থানান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ ও মানবিক সহায়তা প্রদানকারী ১০টি সংস্থার সমন্বয়ে ৩৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি Joint Consultative Working Group গঠন করে। এ কমিটি কর্তৃক ১০ মে ২০১৮ তারিখে ১১ সদস্যবিশিষ্ট Technical and Protection Sub-Committee গঠন করা হয়। Technical and Protection Sub-Committee গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে ভাসানচর সরেজমিন পরিদর্শন করে ০১ লক্ষ রোহিঙ্গা নাগরিককে ভাসানচরে স্থানান্তর বিষয়ে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করেন: **Recommendation:** With regards to basic requirement like house and shelters, food supply, water and sanitation, emergency medical facilities, safety and security, protection, livelihood etc., Bhasan Char is considered as habitable for living and sustainment. Considering the multi-sectoral technical and

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		protection assessment, steps can be taken to shift forcibly displaced Myanmar Nationals from Cox's Bazar to Bhasan Char. ৩. বর্ণিত প্রেক্ষাপটে এ মন্ত্রণালয় থেকে একটি খসড়া রিলোকেশন প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। ভাসানচরে স্থানান্তরের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে গত ০৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্থানান্তর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবকে সভাপতি করে UN সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিব/ প্রতিনিধি এবং আশ্রয়ণ-৩ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সমন্বয়ে একটি 'Core Group' গঠন করা হয়। এছাড়াও সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি 'Mobilization and Operationalization Team' এবং শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারকে সভাপতি করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট 'Team for relocation in Bhasan Char' গঠন করা হয়। গত ১৩ মার্চ ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের কক্সবাজার থেকে নোয়াখালী জেলার ভাসানচরে স্থানান্তরের বিষয়ে গঠিত কোর গ্রুপের সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৪. বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		কক্সবাজার হতে ভাসানচরে স্থানান্তরের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে গত ০৮ জুলাই ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবকে আহ্বায়ক/সভাপতি করে ১৮ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় পর্যায়ে একটি Executive কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত কমিটির ০৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির ২৯ জুলাই ২০২০ তারিখের প্রথম সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৫-০৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ মেয়াদে প্রথম ধাপে ৪০ জনের একটি রোহিঙ্গা প্রতিনিধি দল 'Go and See' পরিদর্শনের আওতায় ভাসানচর পরিদর্শন করে। ৫. ইতোমধ্যে গত ০৪ এপ্রিল ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৪,৭২৪ পরিবারের ১৮,৮৪৬ জন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত রোহিঙ্গাকে ভাসানচরে স্থানান্তর করা হয়েছে। স্থানান্তর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৬. গত ১৬-২০ মার্চ ২০২১ মেয়াদে বাংলাদেশস্থ UN Agency-সমূহের ১৮ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ভাসানচর পরিদর্শন করেন। গত ০৩ এপ্রিল ২০২১ তারিখে সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণে ১০ সদস্যের একটি কূটনৈতিক দল ভাসানচর পরিদর্শন করেন। এছাড়া গত ৩১ মে ২০২১ তারিখে জাতিসংঘের ০২ জন শরণার্থী বিষয়ক সহকারী হাই কমিশনারসহ ১৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ভাসানচর পরিদর্শন করেন। ৭. ভাসানচরে সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রম নিশ্চিত করাসহ যাবতীয় কার্যক্রম সমন্বয় করার লক্ষ্যে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়ের ০৫ জন কর্মকর্তা ও ১৩ জন কর্মচারী দায়িত্বে

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		নিয়োজিত আছেন। বাংলাদেশ পুলিশের ২০৬ জন এবং এপিবিএন-এর ২৩৯ জন সদস্যসহ ভাসানচরে আনুমানিক ৫৪৪ জন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার জনবল কাজ করছে। ৮. চিকিৎসাসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ০২ জন ডাক্তরসহ ১৭ সদস্যের টিম আছে। স্থানান্তরিত রোহিঙ্গাদের জন্য খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত অপরাপর মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য ইচ্ছুক ১৭টি NGO-এর ৫৮ জন স্টাফ ভাসানচরে কর্মরত আছে। ৯. ভাসানচরে স্থানান্তরে আগ্রহী রোহিঙ্গা পরিবারের তালিকাভুক্তির কাজ শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের তত্ত্বাবধানে চলমান রয়েছে। এছাড়াও ভাসানচরে বিদ্যমান সুযোগ সুবিধার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। ১০. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে গত ২৩ মে ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ভাসানচরে স্থানান্তরিত রোহিঙ্গা নাগরিকদের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে জাতিসংঘের অংশগ্রহণ বিষয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জাতিসংঘের ভাসানচরে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম শুরুর বিষয়ে সংস্থাটির সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার জন্য সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ১১. ভাসানচরে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের মানবিক সহায়তা কার্যক্রম শুরুর জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গত ২৩ মে ২০২১ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতিসংঘের

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		সংস্থাসমূহকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে সভাপতি করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (RRRC) কক্সবাজার এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গত ০৩ জুন ২০২১ তারিখ ০৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(১৭) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৭০টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে সকল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

(১৮) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৮৪টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এর মধ্যে ৮২টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট ০২টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মসবৈ-১৪(০৪)/২০১৫, তারিখ: ০৬ এপ্রিল ২০১৫ বিষয়-২: 'The Ports (Amendment) Act, 2015'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত :** ১১। সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'The Ports (Amendment) Act, 2015'-এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হইল।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, চট্টগ্রাম বন্দর, মোংলা বন্দর, পায়রা বন্দর ও অন্যান্য সমুদ্র বন্দর এলাকা ব্যতীত দেশের অন্যান্য এলাকার নৌবন্দরের জন্য যাতে প্রযোজ্য হয় সেভাবে 'বন্দর আইন'-কে সংশোধন/পরিমার্জন করে নতুনভাবে 'অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর আইন, ২০২১' এর খসড়া প্রস্তাব বিআইডব্লিউটিএ থেকে গত ০৪ জুলাই ২০২১ তারিখে পাওয়া গেছে। 'অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর আইন, ২০২১'-এর খসড়া প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে যাচাই-বাছাইয়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
২.	মসবৈ-১০(০৫)/২০১৮, তারিখ: ০৭ মে ২০১৮ বিষয়-২: BIMSTEC সদস্যভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সম্পাদনের লক্ষ্যে Agreement on Coastal Shipping-এর খসড়ার অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ১৫। BIMSTEC সদস্যভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সম্পাদনের লক্ষ্যে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত Agreement on Coastal Shipping-এর খসড়া অনুমোদন করা হইল।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, BIMSTEC সদস্যভুক্ত ৭টি দেশের মধ্যে সম্পাদিতব্য 'Coastal Shipping Agreement among BIMSTEC Member States'-এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে জানা যায়, ইতোমধ্যে বাংলাদেশসহ বিমসটেকভুক্ত সব দেশ 'Coastal Shipping Agreement among BIMSTEC Member States' এর খসড়ার ওপর মতামত প্রদান করেছে এবং সব দেশের মতামতসমূহ সমন্বয়পূর্বক খসড়া হালনাগাদ করা হয়েছে। অন্যদিকে, এ চুক্তির 'Standard Operating Procedures (SOP)'-এর খসড়ার ওপর সকল সদস্য রাষ্ট্র তাদের মতামত প্রদান করেছে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে SOP হালনাগাদ করা হয়েছে। Agreement এবং SOP-এর খসড়া দুটি চূড়ান্ত করার উদ্দেশ্যে ভারত কর্তৃক 'Second Working Group Meeting on the BIMSTEC Coastal Shipping Agreement' এর আয়োজন করার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, বিদ্যমান করোনা মহামারির কারণে ভারতের নিকট হতে এ বিষয়ে অগ্রগতি পাওয়া যায়নি। ওয়ার্কিং গ্রুপের সভায় ঐকমত্যের মাধ্যমে চূড়ান্ত হলে আলোচ্য Agreement এবং SOP ৫ম বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনে স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(১৯) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ১৯০টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এর মধ্যে ১৮৭টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট ০৩টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মসবৈ-২৫(০৮)/২০১৪, তারিখ: ১১ আগস্ট ২০১৪ বিষয়-১: ESCAP কর্তৃক প্রণীত 'Intergovernmental Agreement on Dry Ports' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব অনুমোদন। আলোচনা: ৭.১। ESCAP কর্তৃক প্রণীত Intergovernmental Agreement on Dry Ports চুক্তির Article-3-অনুযায়ী সদস্য-দেশগুলিকে স্থলবন্দরসমূহের উন্নয়ন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে কতিপয় guiding principles অনুসরণের দায়-দায়িত্ব গ্রহণের নির্দেশনা রহিয়াছে, যাহার মাধ্যমে সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের স্থলবন্দরগুলি আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখিয়া উন্নয়নের ফলে সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হইবে। এই চুক্তি স্বাক্ষর বাংলাদেশের স্থলবন্দরসমূহের অবকাঠামো আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের মাধ্যমে দেশের আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে অধিকতর সুফল বহিয়া আনিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'Intergovernmental Agreement on Dry Ports' শীর্ষক চুক্তির খসড়া এবং বাংলাদেশ কর্তৃক উহা স্বাক্ষরের প্রস্তাব অনুমোদন করা যাইতে পারে। ৭.২। এই যাবৎ ১৫টি দেশ এই চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল চুক্তিটি স্বাক্ষর করিলেও ভারত ও ভুটান এখনও উহা স্বাক্ষর করে নাই। ভারত ও ভুটান কর্তৃক চুক্তিটি	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, বাংলাদেশ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং ৮ মার্চ ২০১৬ তারিখে চুক্তির অনুসমর্থন সম্পন্ন করা হয়। ভারত ২০১৫ সালে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ভুটান অদ্যাবধি এ চুক্তি স্বাক্ষর করেনি। বর্তমানে বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ভুটানকে উক্ত চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	স্বাক্ষরিত হইলে এই অঞ্চলের দেশগুলির সহিত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাইবে। এই লক্ষ্যে, ভারত ও ভুটানকে চুক্তিটি স্বাক্ষরে উৎসাহিত করিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা সমীচীন হইবে। **সিদ্ধান্ত:** ৮.২। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।	
২.	মসবৈ-১১(০৩)/২০১৬, তারিখ: ১৪ মার্চ ২০১৬ বিষয়-৩: প্রস্তাবিত 'সার্ক যুব সনদ (SAARC Youth Charter)'-এর খসড়ার অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ১৪। সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'সার্ক যুব সনদ (SAARC Youth Charter)'-এর খসড়া এবং উহা স্বাক্ষরের প্রস্তাব অনুমোদন করা হইল।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, গত নভেম্বর ২০১৬-তে ১৯তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের সময় সার্ক যুব সনদ (SAARC Youth Charter) স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ১৯তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত হয়ে যাওয়ায় সার্ক যুব সনদ স্বাক্ষরিত হয়নি। এ বিষয়ে পরবর্তী সময়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রথমে ভারত ও নেপাল এবং অতঃপর আফগানিস্তান ও মালদ্বীপ কর্তৃক উক্ত সার্ক যুব সনদে কিছু সংশোধনী আনা হয়। উক্ত সংশোধনীসমূহের ওপর মতামত/সম্মতি প্রদানের জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। এর মধ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় উপরোক্ত দেশসমূহ কর্তৃক আনীত সংশোধনীর বিষয়ে মতামত/সম্মতি প্রদান করেছে যা ইতোমধ্যে সার্ক সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, ভারত ও নেপাল কর্তৃক আনীত সংশোধনীর বিষয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামত/সম্মতি পাওয়া গেছে যা সার্ক সচিবালয়ে

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		প্রেরণ করা হয়েছে, কিন্তু আফগানিস্তান ও মালদ্বীপ কর্তৃক প্রেরিত সংশোধনীর ব্যাপারে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামত/সম্মতি এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে উক্ত মন্ত্রণালয়কে তাদের মতামত জানানোর জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে পাকিস্তানে Eighth Meeting of the SAARC Technical Committee on Women, Youth and Children (TC-WYC)–অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল, তবে পরবর্তী সময়ে স্থগিত ঘোষণা করা হয়। ভবিষ্যতে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হলে, সেখানে সার্ক যুব সনদটির প্রস্তাবিত সংশোধিত খসড়া text এবং বিভিন্ন সদস্য দেশ কর্তৃক আনীত সংশোধনীর বিষয়ে আলোচনাপূর্বক খসড়া চূড়ান্ত করা হতে পারে। সার্ক যুব সনদের প্রস্তাবিত সংশোধিত খসড়া চূড়ান্ত করা হলে পুনরায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।
৩.	মসবৈ-০৯(০৩)/২০১৭, তারিখ: ২০ মার্চ ২০১৭ সম্পূরক বিষয়-১: ২৫ মার্চ তারিখকে 'গণহত্যা দিবস' ঘোষণা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পালনের লক্ষ্যে দিবসটিকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত এতদ্‌বিষয়ক পরিপত্রের 'ক' ক্রমিকে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রস্তাব অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ৩১.৩। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২৫ মার্চ তারিখ 'গণহত্যা দিবস' হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, ২৫ মার্চ তারিখ 'গণহত্যা দিবস' হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জোরদার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। **বিদেশে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম:** ক) ২৫ মার্চ তারিখকে 'গণহত্যা দিবস' হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়ে দিবসটির গুরুত্ব আন্তর্জাতিক মহলে তুলে ধরতে বাংলাদেশ

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।	মিশনসমূহ সংশ্লিষ্ট দেশের থিংক ট্যাংক, একাডেমিয়া, মিডিয়া ও সুশীল সমাজের অংশগ্রহণে সভা, সেমিনার ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। এসব অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য বিশ্বের প্রতিটি দেশের জনগণকে ২৫ মার্চে বাংলাদেশের জনগণের উপর সংঘটিত নৃশংস গণহত্যার বিষয়ে অবহিত করা ও আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তোলা। এছাড়াও গণহত্যা বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় হতে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহকে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। নির্দেশনা মোতাবেক এ বিষয়ে সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে রাষ্ট্রদূতগণ স্বাগতিক দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও, বাংলাদেশে সংগঠিত গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনে অনুসৃতব্য প্রক্রিয়া বিষয়ে গণহত্যা সংশ্লিষ্ট জাতিসংঘের নিউইয়র্ক ও জেনেভাস্থ দপ্তরের সঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে আসছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ ২০১৮ সাল হতে প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় 'গণহত্যা দিবস' পালন করে আসছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০২০ সালেও বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ ২৫ মার্চ ২০২০ তারিখে 'গণহত্যা দিবস' পালন করেছে। খ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং নিউইয়র্ক মিশনের বছরব্যাপী প্রচেষ্টার ফলে নিউইয়র্কের Binghamton University-এর সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Centre for Genocide Studies-এর গণহত্যা বিষয়ক একটি চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া চলমান আছে।

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		বাংলাদেশে আগত বিদেশী কূটনীতিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রচারণা: একইভাবে ২৫ মার্চকে 'গণহত্যা দিবস' হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির একটি অন্যতম প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে সফরে আগত বিদেশী অতিথি এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশী কূটনীতিকদের এ বিষয়ে অবহিত করা এবং জনমত গঠনে নানা উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ মহাসচিবের 'গণহত্যা প্রতিরোধ' বিষয়ক বিশেষ দূত আদামা দিয়েং এর সঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ৪৯তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে গত ২৪ মার্চ ২০১৯ তারিখে আদামা দিয়েং বাংলাদেশ সফর করেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেন এবং প্রধান অতিথি হিসাবে Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS)-এ গণহত্যা বিষয়ক একটি সেমিনার এ অংশগ্রহণ করেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় বাংলাদেশের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য ব্যাপক প্রচারণার পরামর্শ দেন। এছাড়াও, তিনি ২০১৮ সালেও বাংলাদেশ ভ্রমণ করেছিলেন। বাংলাদেশ ভ্রমণকালে তাঁর অংশগ্রহণকৃত সকল অনুষ্ঠানেই ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবসের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয় প্রধান্য পায়। খ) ২৫ মার্চসহ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন গণহত্যা তথা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশে

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		নিযুক্ত কূটনৈতিক মিশনের প্রধানগণকে এবং বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে সফরে আসা বিদেশি প্রতিনিধিদের মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। **বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে অংশগ্রহণ:** ক) জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশনে ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রদত্ত বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত 'অপারেশন সার্চলাইট'- এর মাধ্যমে শুরু হওয়া ০৯ মাসব্যাপী নিরীহ বাঙ্গালী জনগণের উপর নির্বিচার গণহত্যার বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক ২৫ মার্চকে 'গণহত্যা দিবস' ঘোষণার বিষয়টি উপস্থিত বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে অবহিত করেন। বিশ্বের কোথাও যাতে কখনই আর এ ধরনের জঘন্য অপরাধ সংঘটিত না হয় সে জন্য তিনি ১৯৭১ সালে সংগঠিত গণহত্যাসহ সকল ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির দাবি জানান। গত সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৩তম অধিবেশনে সাধারণ বিতর্ক পর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত বক্তব্যে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যার বিষয়টি উঠে আসে। খ) এছাড়া, সময়ে সময়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ফোরামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে সংঘটিত গণহত্যার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনমত

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		গঠনে কাজ করে যাচ্ছে। গত ২৩-২৫ মে ২০১৮ মেয়াদে উগান্ডায় অনুষ্ঠিত '3rd International Conference of the Global Alliance Against Mass Atrocity Crimes (GAAMAC)' শীর্ষক সভায় মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের একজন ট্রাস্টি এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন এবং সভায় অংশগ্রহণকারী গণহত্যা বিশেষজ্ঞগণের সঙ্গে সাইডলাইনে বাংলাদেশের ৭১-এর গণহত্যার স্বীকৃতির বিষয়ে আলোচনা করেন। গ) ২০১৮ এবং ২০১৯ সালের ০৯ ডিসেম্বর তারিখে International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the Prevention of this Crime উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণীতে ১৯৭১ সালের গণহত্যা এবং ২৫ মার্চকে 'গণহত্যা দিবস' ঘোষণার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। **বিভিন্ন সভা ও সেমিনারের আয়োজন:** ক) ২৫ মার্চ তারিখে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো 'গণহত্যা দিবস' পালন উপলক্ষ্যে Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) বিগত ২৯ মার্চ ২০১৭ তারিখে 'Commemorating 25 March-Gonohottya Dibosh (Genocide Day)' শিরোনামে একটি সেমিনারের আয়োজন করে। তিনটি সেশনে বিভক্ত এ সেমিনারে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় আইনমন্ত্রী, স্থায়ী সালিশী

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		আদালতের মাননীয় সদস্যসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। খ) গত ১৯-২১ মে ২০১৭ মেয়াদে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ঢাকায় '5th International Conference on Bangladesh Genocide and Justice' আয়োজন করে। এ সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, শিক্ষাবিদ, গবেষক, বিচারক, আইনজীবীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলন আয়োজনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে। গ) গত ১৪-১৬ নভেম্বর ২০১৯ মেয়াদে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ঢাকায় '6th International Conference on Bangladesh Genocide and Justice' আয়োজন করে। এ সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, শিক্ষাবিদ, গবেষক, বিচারক, আইনজীবীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। ২০১৭ সালের ন্যায় এ বছরও এ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন আয়োজনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে। '1971 Genocide Memorial Corner' স্থাপন: ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মরণে এবং নতুন প্রজন্মকে গণহত্যার নৃশংসতার কথা স্মরণ রেখে এর পুনরাবৃত্তি রোধে সজাগ এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে গত ১৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী '1971 Genocide Memorial Corner' উদ্বোধন করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত '1971 Genocide Memorial

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		Corner'-এর মাধ্যমে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত দেশী ও বিদেশী কূটনীতিকগণ মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত নৃশংস গণহত্যার ব্যাপারে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারছেন। এছাড়াও, বাংলাদেশে সফরে আসা উচ্চ পর্যায়ের বিদেশী প্রতিনিধিদের বিভিন্ন সময়ে '1971 Genocide Memorial Corner' প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

(২০) পরিকল্পনা বিভাগ

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৬৬টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব পরিকল্পনা বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে সকল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

(২১) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ১০৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এর মধ্যে ১০১টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট ০২টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মসবৈ-০৮(০২)/২০১৬, তারিখ: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ বিষয়-১: 'বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০১৬'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন। আলোচনা: ৭.১। পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য রক্ষার লক্ষ্যে 'বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০১৬'-এর খসড়া প্রণয়নের উদ্যোগ একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। প্রস্তাবিত আইনটি পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখিবে। ফলে বৃক্ষ নিধন রোধসহ বৃক্ষ-সংরক্ষণ	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, 'বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০১৬' গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে কতিপয় নির্দেশনাসহ নীতিগত অনুমোদন করা হয়। খসড়া আইনে উক্ত নির্দেশনাসমূহ নতুন ধারা আকারে সংশোধনসহ অন্তর্ভুক্ত করে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ভেটিংয়ের জন্য ২০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়ে গত ০৫ জুন

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	ব্যবস্থা প্রায়োগিকভাবে আরও জোরদার হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ৭.২। প্রস্তাবিত আইনের প্রস্তাবনা অংশ সংক্ষিপ্ত হওয়া সমীচীন। সেই ক্ষেত্রে ইতঃপূর্বে মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত 'বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০১১'-এর প্রস্তাবনা অংশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া উহা পুনর্গঠন করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া উক্ত অংশে সাধু এবং চলিত ভাষার সংমিশ্রণ পরিহার করা আবশ্যক। ৭.৩। প্রস্তাবিত আইনের ১(২) এবং ৪(৬) উপ-ধারার বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামতসমূহ প্রতিফলন করিয়া খসড়াটি পুনর্গঠন করা সমীচীন হইবে। ইহা ছাড়া প্রস্তাবিত আইনের ১(২) উপ-ধারায় উল্লেখিত 'প্রযোজ্য' শব্দের স্থলে 'প্রয়োগ' শব্দের ব্যবহার যুক্তিযুক্ত হইবে। ইহা ছাড়া ২(৩) উপ-ধারায় 'প্রকাশ্য উন্মুক্ত স্থান' শীর্ষক সংজ্ঞা হইতে 'রেলওয়ে স্টেশন প্রাঙ্গণ' শব্দসমূহ বাদ দেওয়া সমীচীন হইবে। ৭.৪। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোন কারণে রেললাইন-পার্শ্বস্থ বৃক্ষ ট্রেন-চলাচলে বিঘ্নসৃষ্টি বা কোনরূপ দুর্ঘটনা না ঘটাইতে পারে সেই লক্ষ্যে এবং সড়ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বৃক্ষ অপসারণে জটিলতা পরিহারের জন্য প্রস্তাবিত আইনের ৪(৪) উপ-ধারায় উল্লেখিত '... রেলওয়ে লাইন ও সড়ক এবং মহাসড়কের ...' শব্দসমূহ বিযুক্ত করিয়া উহা পুনর্গঠন করা সমীচীন হইবে। ৭.৫। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৃক্ষরোপণ ও কর্তন সংক্রান্ত বিষয়াদি প্রস্তাবিত আইনে পৃথকভাবে সন্নিবেশ করা সমীচীন হইবে।	২০১৬ তারিখে প্রধান বন সংরক্ষকের উপস্থিতিতে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বিভাগ বন আইন, ১৯২৭ নতুনভাবে প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় পৃথকভাবে বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন প্রণয়নের প্রয়োজন নেই মর্মে মতামত প্রদান করা হয়। প্রস্তাবিত বন আইন, ২০১৯ এর মধ্যে বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০১৬-এর বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০১৬-এর প্রয়োজন নেই বিধায় উক্ত আইনের খসড়া বাতিলের প্রস্তাব ১০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের ১৬২ নম্বর স্মারকে সারসংক্ষেপ আকারে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হলে গত ১৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের ৭৩৪ নম্বর স্মারকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে যে, 'বন আইন' প্রণয়নের পরে 'বন আইন' এবং 'বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২'-এর বিধানসমূহের ভিত্তিতে গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে 'বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০১৬'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন বিষয়ে মন্ত্রিসভার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাতিলের উদ্যোগ গ্রহণ করা সমীচীন। উল্লেখ্য, 'The Forest Act, 1927' রহিতক্রমে বাংলা ভাষায় নূতন আইন আকারে 'বন আইন, ২০২১' হিসাবে প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করা হবে। 'বন আইন, ২০২১' চূড়ান্ত করার পর 'বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০১৬'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন বিষয়ে মন্ত্রিসভার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাতিলের প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	৭.৬। প্রস্তাবিত আইনের ৪(৫) উপ-ধারায় 'কোন প্রকাশ্য উন্মুক্ত স্থানের সংরক্ষণযোগ্য কোন বৃক্ষ প্রাকৃতিক কারণে শুকাইয়া বা মরিয়া গেলে জীব-বৈচিত্র্য রক্ষার স্বার্থে বন্যপ্রাণি বা পাখির আবাসস্থল হিসাবে উহা সংরক্ষণ করিতে হইবে' মর্মে উল্লেখ করা হইয়াছে। বন্যপ্রাণি বা পাখির আবাসস্থল হিসাবে সংরক্ষণের যৌক্তিকতা এবং ইহার কারণে উদ্ভূত জননিরাপত্তার হুমকি বিবেচনায় লইয়া এইরূপ বৃক্ষ অপসারণক্রমে তৎস্থলে নূতন বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা গ্রহণ অধিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ধারাটি পুনর্গঠন করা আবশ্যক। তবে, সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০৪ সংশ্লিষ্ট অংশটুকু বহাল রাখা সমীচীন হইবে। ৭.৭। আইনের বিভিন্ন অংশে 'বনভূমি', 'বন' শব্দসমূহ উল্লেখ করা হইয়াছে। এইক্ষেত্রে এতদ্‌বিষয়ক অন্য কোন আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যুক্তিযুক্ত হইবে। ৭.৮। প্রস্তাবিত আইন হইতে সরল বিশ্বাসে কৃত কার্যাদি সম্পাদন করিবার জন্য দায় অব্যাহতি সংক্রান্ত বিধানটি বিযুক্ত করা সমীচীন হইবে। ৭.৯। উপকূলীয় অঞ্চল, নদীর পার এবং পাহাড়ে বনায়নের বিষয় প্রস্তাবিত আইনে সন্নিবেশ করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া ইউক্যালিপটাস বৃক্ষ রোপণের পরিবর্তে নিম, ক্ষুদিজাম কিংবা পরিবেশ-উপযোগী বৃক্ষরোপণের বিষয় এবং রাস্তার পার্শ্বে রেইন-ট্রি লাগাইবার বিষয় আইনে বা বিধিতে সন্নিবেশ করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া ইজারা-বন্দোবস্তের মাধ্যমে কোন প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ভূমিতে বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ না	

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	করিবার ক্ষেত্রে ইজারা বাতিলের বিষয় আইনে সন্নিবেশ করা যুক্তিযুক্ত হইবে। ৭.১০। উপর্যুক্ত আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০১৬'-এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা যাইতে পারে। ৭.১১। এই পর্যায়ে 'বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০১৬'-এর খসড়া নূতনভাবে প্রণয়ন করা হইয়াছে বিধায় 'বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০১১'-এর খসড়ার বিষয়ে মন্ত্রিসভার ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখের নীতিগত অনুমোদন এবং ৩১ অক্টোবর ২০১১ তারিখের চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাতিল করিবার প্রস্তাবও যথাযথ এবং অনুমোদনযোগ্য। উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাতিল করা যাইতে পারে। **সিদ্ধান্ত:** ৮.১। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০১৬'-এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হইল।	
২.	মসবৈ-১১(০৫)/২০১৮ ,তারিখ: ১৪ মে ২০১৮ বিষয়-২: বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের Installation of Single Point Mooring প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় বন অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত সংরক্ষিত বনভূমির গাছপালা কর্তন ও অপসারণের প্রস্তাব অনুমোদন।	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, ১. বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর Installation of Single Point Mooring প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মহেশখালী রেঞ্জের কালারমারছড়া বিটের মহেশখালী পাহাড় মৌজার জে.এল নম্বর ১২,

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	আলোচনা: ১৩। জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনভূমি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিদ্যমান বনভূমি কাঙ্ক্ষিত পরিমাণের চাইতে কম থাকায় সংরক্ষিত ও প্রাকৃতিক বনাঞ্চল হইতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ সাল পর্যন্ত বৃক্ষ কর্তন বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বহুবিধ সুফল পাওয়া যাইতেছে। তথাপি, বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত আংশিক শিথিল করিয়া বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের 'Installation of Single Point Mooring with double pipeline'-শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের শর্তানুযায়ী রাজস্ব ও ক্ষতিপূরণ প্রদান সাপেক্ষে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মহেশখালী পাহাড় মৌজায় বন অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত ১৯০.৯৫৬ একর সংরক্ষিত বনভূমিতে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রজাতির ১,৭০১টি গাছ; ২,০৭,৬৫৩ রানিং ফুট বিবিধ বল্লি; ১৪,৫০০ ঘনফুট বিবিধ জ্বালানি ও ১,২৫০টি বেত-ঝাড় কর্তন ও অপসারণের প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত ও অনুমোদনযোগ্য। ইহা দেশের অভ্যন্তরে জ্বালানি তেল সরবরাহ অব্যাহত রাখিতে সহায়ক হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক বন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে কর্তিত ও অপসারণকৃত বৃক্ষের কমপক্ষে পাঁচগুণ সংখ্যক বৃক্ষ রোপণ এবং আগামী দশ বৎসর সেইগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।	সিট নম্বর ০৪ ও ০৬ এবং বি.এস জরিপে বাংলাদেশ বন বিভাগের নামে ৭০টি দাগমূলে রেকর্ডকৃত ১৯০.৯৬ একর সংরক্ষিত বনভূমি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ১১ মে ২০১৬ তারিখের জারিকৃত স্মারকে মালিকানা বন অধিদপ্তরের অনুকূলে বহাল রেখে বিপিসি'র অনুকূলে নিম্নবর্ণিত শর্তে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়: (ক) ব্যবহারের লক্ষ্যে অনুমতি প্রদত্ত ভূমি ব্যবহারের জন্য ফিক্সড ডিমান্ড চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে প্রতি বছর একর প্রতি ২,৪০০ টাকা রাজস্ব বিপিসি কর্তৃক প্রদান করতে হবে। (খ) বনজসম্পদের ক্ষতিপূরণ বাবদ ১,৩৬,৭৪,৯৪৯.১০ টাকা প্রদান করতে হবে (যা ইতোমধ্যে বিপিসি পরিশোধ করেছে)। (গ) পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিপূরণকল্পে যে পরিমাণ গাছের ক্ষতি হবে তার ৫ গুণ গাছ বন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বিপিসিকে রোপণ করতে হবে এবং আগামী ১০ বছর রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। পরবর্তী সময়ে এ সকল রোপিত বৃক্ষের যাতে কোন ক্ষতি না হয় বন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বিপিসি তা নিশ্চিত করবে। ২. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ১৪ মে ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উক্ত সংরক্ষিত বনভূমিতে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রজাতির ১,৭০১টি গাছ; ২,০৭,৬৫৩ রানিং ফুট বিবিধ বল্লি; ১৪,৫০০ ঘনফুট বিবিধ জ্বালানি কাঠ ও ১,২৫০টি বেত-ঝাড় কর্তন ও অপসারণের বিষয়ে অনুমতি প্রদান করা হয় এবং এ বিষয়ে বিধি মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	সিদ্ধান্ত: ১৪.১। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ সাপেক্ষে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের Installation of Single Point Mooring with double pipeline'-শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংরক্ষিত ও প্রাকৃতিক বনাঞ্চল হইতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ সাল পর্যন্ত বৃক্ষ কর্তন বন্ধ রাখা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত আংশিক শিথিল করিয়া কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মহেশখালী পাহাড় মৌজায় বন অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত ১৯০.৯৫৬ একর সংরক্ষিত বনভূমিতে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রজাতির ১,৭০১টি গাছ; ২,০৭,৬৫৩ রানিং ফুট বিবিধ বল্লি; ১৪,৫০০ ঘনফুট বিবিধ জ্বালানি ও ১,২৫০টি বেত-ঝাড় কর্তন ও অপসারণের প্রস্তাব অনুমোদন করা হইল।	জন্য গত ২০ মে ২০১৮ তারিখে বন অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বন অধিদপ্তর হতে ২৯ মে ২০১৮ তারিখের পত্রে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনকে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অনুরোধ জানানো হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত শর্তসমূহ বাস্তবায়ন এবং তা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এবং বন অধিদপ্তরের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করা হয়েছে মর্মে বন অধিদপ্তর হতে গত ৩১ জুলাই ২০১৮ তারিখের পত্রে এ মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়। ৩. এ মন্ত্রণালয়ের গত ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের স্মারকে বর্ণিত বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য প্রেরণের জন্য বন অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের গত ২২ মার্চ ২০২১ তারিখের স্মারকে এ বিষয়ে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়।

(২২) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৫৫টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে সকল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

(২৩) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৬৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে সকল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

(২৪) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৫৮টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে সকল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

(২৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৫৮টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে সকল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

(২৬) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৮৭টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এর মধ্যে ৮৫টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট ০২টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মসবৈ-০৭(০২)/২০১৫ ,তারিখ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বিষয়-৩: উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Powers for Development Projects) এবং অনুন্নয়ন বাজেটের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Powers) ও পুনঃঅর্পণ (Sub-Delegation) সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট পরিপত্রসমূহ সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ১২.৪। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন ২৫টি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো), বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ই-টেন্ডারিং বিষয়ে সক্ষমতা অর্জন করেছে। এছাড়াও অন্যান্য দপ্তর/সংস্থায় ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
২.	মসবৈ-০৪(০১)২০১৬, তারিখ: ২৫ জানুয়ারি ২০১৬ বিষয়-২: তুরস্কের সঙ্গে স্বাক্ষরের জন্য 'Protocol between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Training and	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, উক্ত প্রটোকল স্বাক্ষরের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ১৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখের পত্রের মাধ্যমে জানানো হয় যে, তুরস্ক সরকার কর্তৃক প্রটোকল স্বাক্ষরের কার্যক্রম মুলতবি করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে তুরস্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত আলোচ্য প্রটোকলের নতুন খসড়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গত

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	Cooperation in the field of Military Health'-এর খসড়ার অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ১১। সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত তুরস্কের সঙ্গে স্বাক্ষরের জন্য 'Protocol between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Training and Cooperation in the field of Military Health'-এর খসড়া অনুমোদন করা হইল।	২৭ জুন ২০২১ তারিখের পত্রের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে, যা উক্ত বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(২৭) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৬৯টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এর মধ্যে ৬৮টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট ০১টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মসবৈ-০৭(০২)/২০১৫ ,তারিখ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বিষয়-৩: উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Powers for Development Projects) এবং অনুন্নয়ন বাজেটের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Powers) ও পুনঃঅর্পণ (Sub-Delegation) সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট পরিপত্রসমূহ সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ১২.৪। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ০৩ অক্টোবর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের কর্তৃক ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণের কার্যক্রমের বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিম্নরূপ: **বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)** বেজায় ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম চলমান আছে এবং এবং ২০১৯ সাল হতে অদ্যাবধি ২৫টি দরপত্র ই-টেন্ডার পদ্ধতিতে আহ্বান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল টেন্ডার ই-টেন্ডার পদ্ধতির আওতাভুক্ত করা হবে। **জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ)** গত ২৯ জুলাই ২০২০ তারিখে ই-জিপি সিস্টেমে এনএসডিএ-কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। **পাবলিক প্রাইভেড পার্টনারশিপ (পিপিপি)** পিপিপি কর্তৃপক্ষ ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে **বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)** বিডায় ই-টেন্ডারিং শুরু করার লক্ষ্যে বিডা'র ০৮ জন কর্মকর্তাকে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক ই-জিপি সিস্টেমের উপর PE বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ই-জিপি সিস্টেমে প্রবেশ করার জন্য বিডাকে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। অবিলম্বে বিডায় ই-টেন্ডারিং শুরু করা হবে। **বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)** বেপজা-তে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি যথাযথ অনুসরণ করে দরপত্রের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বেপজার প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণ করে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ০৫টি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪৬টি, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১১৯টি, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৮৩টি, ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৪২টি, ২০২১-২২ অর্থবছরের অদ্যাবধি ০৮টিসহ সর্বমোট ৪০৩টি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২৮ মার্চ ২০১৭ তারিখে বেপজাতে ই-জিপি'র মাধ্যমে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২২৭ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বেপজাতে ইজিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রায় ২২ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		ইজিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৫৪.৪৭ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ইজিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬৫.৮৭ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে ইজিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৮ শতাংশ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে অদ্যাবধি ইজিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রায় ৯০ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুসারে বেপজার জন্য ই-জিপির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৮৫ শতাংশ।

(২৮) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৭৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে সকল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

(২৯) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৬২টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এর মধ্যে ৬১টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট ০১টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মসবৈ-২৪(০৬)/২০১৬, তারিখ: ২৭ জুন ২০১৬ সম্পূরক বিষয়: অষ্টম শ্রেণিতে প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট (পিএসসি) পরীক্ষাপদ্ধতি চালুপূর্বক পঞ্চম শ্রেণি পর্যায়ে বিদ্যমান প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষাপদ্ধতি বাতিলকরণের প্রস্তাব অনুমোদন। আলোচনা: ২৮। 'জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০'-এর আলোকে	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০'-এর বাস্তবায়ন এবং অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে গত ১৬ মে ২০১৭ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০'-এর

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	দেশে প্রাথমিক শিক্ষা পঞ্চম শ্রেণি হইতে অষ্টম শ্রেণিতে প্রসারিত করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনাগত সক্ষমতা পর্যাপ্ত নয়। দেশের শহর অঞ্চল ব্যতিরেকে প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের অনেকাংশেই প্রাথমিক ও হাই স্কুলের ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যা বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাছাড়া, প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা পঞ্চম শ্রেণি শেষে বিদ্যমান পিইসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিয়া সনদ প্রাপ্তির মাধ্যমে সন্তুষ্টি অর্জন করে, যাহা পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষা গ্রহণেও তাহাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। এই প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বেই বিদ্যমান শিক্ষাপদ্ধতির আকস্মিক পরিবর্তন ঘটিলে তাহা শিক্ষা- ব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলিতে পারে। সেই ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে প্রায়োগিকতার নিরিখে কর্ম-কৌশল নির্ধারণের মাধ্যমে 'জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০' বাস্তবায়ন করা সমীচীন হইবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবসমূহ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া পুনর্গঠনপূর্বক মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উহা পুনরায় উপস্থাপন করা সমীচীন হইবে। এই বিষয়ে মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পরীক্ষাপদ্ধতি বহাল রাখা সমীচীন হইবে। **সিদ্ধান্ত:** ২৯.২। উপস্থাপিত প্রস্তাবসমূহ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া পুনর্গঠনপূর্বক উহা মন্ত্রিসভা-বৈঠকে পুনরায় উপস্থাপন করিতে হইবে।	আলোকে প্রাথমিক শিক্ষা পঞ্চম শ্রেণি হতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার বাস্তবতা পরীক্ষা করে মতামত/সুপারিশ প্রদানের জন্য সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সভাপতিত্বে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিব এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উক্ত কমিটির সভার মতামত/সুপারিশ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত বিভাগ এ বিষয়ে পরবর্তী সময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৩০) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৬৪টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে সকল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

(৩১) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ১২৫টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এর মধ্যে ১২৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট ০২টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মসবৈ-০৪(০২)/২০১৭, তারিখ: ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ বিষয়-১: 'বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০১৬'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন। আলোচনা: ৯.১। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে সামরিক শাসনামলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে 'The Trade Organisations Ordinance, 1961', এবং 'The Trade Organisations (Amendment) Ordinance, 1984' সংশোধন/পরিমার্জন ও রহিতক্রমে 'বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০১৬'-এর খসড়া প্রণয়নের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তবে, প্রস্তাবিত আইনে মূল আইন/অধ্যাদেশ যেভাবে ভাষান্তরিত করা হইয়াছে তাহা সহজবোধ্য নয়। ইহা ছাড়া, ৩(৫) উপ-ধারায় 'Limited' শব্দের বঙ্গানুবাদ 'সীমাবদ্ধ' উল্লেখ করা হইয়াছে। এতৎপরিপ্রেক্ষিতে 'কোম্পানি আইন, ১৯৯৪'-তে ব্যবহৃত 'সীমিত' শব্দটি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উল্লেখ করা সমীচীন হইবে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, চতুর্থ বার সংশোধনের পর গত ১৪ মে ২০২০ তারিখ ভেটিংয়ের জন্য নথি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে 'বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে খসড়া বিলের বিভিন্ন দফায় যে সকল সংশোধন প্রস্তাব করা হয়েছে তার কোন যৌক্তিকতা নোটে উল্লেখ করা হয়নি' মর্মে মন্তব্য করে নথি ২০ মে ২০২০ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পুনরায় ফেরত দেয়া হয়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মতামতের আলোকে নথি প্রস্তুত করে মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে গত ১০ আগস্ট ২০২০ তারিখে চূড়ান্ত ভেটিংয়ের জন্য নথি প্রেরণ করা হয়েছে। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে জানা যায় যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	৯.২। মূল আইনটি ১৯৬১ সালে প্রণীত। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য-বিনিয়োগ ইত্যাদির বহুমাত্রিক সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায়োগিকতার নিরিখে বিদ্যমান আইনটি যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। প্রস্তাবিত আইনের বিধানাবলি সার্বিকভাবে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার অবকাশ রহিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে প্রস্তাবিত আইনের খসড়া পুনর্গঠন করিয়া উহা ভেটিংয়ের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা সমীচীন হইবে। ৯.৩। উপর্যুক্ত আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০১৬'-এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা যাইতে পারে। **সিদ্ধান্ত:** ১০। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০১৬'-এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হইল।	
২.	মসবৈ-০৪(০২)/২০১৭, তারিখ: ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ বিষয়-২: 'বাংলাদেশ চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস আইন, ২০১৭'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন। আলোচনা: ১২.১। প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা, কর নির্ধারণ, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলনসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষার ভূমিকা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, মন্ত্রিসভায় নীতিগত অনুমোদনপ্রাপ্ত 'বাংলাদেশ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস আইন, ২০১৭' খসড়া আইন ভেটিংয়ের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছিল। উক্ত আইনের কিছু ধারায় সংশোধন ও সমন্বয়ের জন্য মতামতসহ খসড়াটি

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	অত্যন্ত গুরুত্ববহ। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে সামরিক শাসনামলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে 'The Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973','The Bangladesh Chartered Accountants (Amendment) Ordinancce, 1977' এবং 'The Bangladesh Chartered Accountants (Amendment) Ordinance, 1986' সংশোধন/পরিমার্জন ও রহিতক্রমে 'বাংলাদেশ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস আইন, ২০১৭'-এর খসড়া প্রণয়নের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। প্রস্তাবিত খসড়া আইনটি 'The Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973'-এর বলে প্রতিষ্ঠিত The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB)-এর কার্যকরতা অব্যাহত রাখিতে এবং সময়ানুগ প্রয়োজনীয়তার সার্বিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় উহা হালনাগাদ করিবার ফলে ICAB'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কাজের গুণগতমান বৃদ্ধি করিতে সহায়ক হইবে বলিয়া আশা করা যায়। প্রস্তাবিত আইনের বিধানাবলি যুক্তিযুক্ত ও অনুমোদনযোগ্য। তবে, প্রস্তাবিত আইনের ৮ ধারায় এবং এবং ৯(৭) উপ-ধারায় উল্লেখিত বিধানাবলি 'ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫'-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া ধারা দুইটি পুনর্গঠন করা সমীচীন হইবে। এতৎপরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুরূপ সামঞ্জস্য বিধান আবশ্যক। ভেটিংকালে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ বিষয়টি নিশ্চিত করিতে পারে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ফেরত পাঠালে প্রস্তাবিত সংশোধনীর খসড়ার উপর সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে বিগত ১২ আগস্ট ২০১৭ তারিখে আইসিএবি-এর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস আইন, ২০১৭' সংশোধন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, ২৫ জুলাই ২০১৮ এবং ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে আইসিএবি-কে অনুরোধ করা হয়। আইসিএবি কর্তৃক সংশোধিত খসড়া ১০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়। উক্ত সংশোধিত খসড়ার উপর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও আইসিএবি'র কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বিগত ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (আইআইটি)-এর সভাপতিত্বে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় আরও কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে। বিগত ০৩ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে খসড়া আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য আইসিএবিকে অনুরোধ করা হয়। পরবর্তী সময়ে ২১ মার্চ ২০১৯, ০৪ নভেম্বর ২০১৯, ২৬ জানুয়ারি ২০২০, ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এবং সর্বশেষ ০৩ জুন ২০২০ তারিখে আইসিএবি বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আইনের খসড়া ২২ জুন ২০২০ তারিখে পাওয়া গেছে। খসড়া আইনের ওপর ১২ আগস্ট ২০২০ তারিখে সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীর ওপর মতামত প্রেরণের জন্য ১৯ আগস্ট ২০২০ তারিখে আইসিএবিতে পত্র প্রেরণ করা হয়। আইসিএবি

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	১২.২। উপর্যুক্ত আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'বাংলাদেশ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস আইন, ২০১৭'-এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা যাইতে পারে। **সিদ্ধান্ত:** ১৩। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'বাংলাদেশ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস আইন, ২০১৭'-এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হইল।	কর্তৃক ১৫ সেপ্টেম্বর মতামতসহ খসড়া আইন এ মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়। খসড়া আইনের ওপর ২৯ অক্টোবর ২০২০ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)-এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইতোমধ্যে মন্ত্রিসভা থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী খসড়া আইন সংশোধন/পরিমার্জনপূর্বক প্রেরণের জন্য আইসিএবি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সর্বশেষ ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। খসড়াটি মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্তির পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(৩২) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৫৭টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে সকল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

(৩৩) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ১০৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এর মধ্যে ১০২টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট ০১টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মসবৈ-২৮(১০)/২০১৮, তারিখ: ০৮ অক্টোবর ২০১৮ বিষয়-৪: BIMSTEC সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্বাক্ষরের জন্য প্রস্তাবিত Memorandum of Association on the Establishment of BIMSTEC	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, BIMSTEC সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্বাক্ষরের জন্য প্রস্তাবিত Memorandum of Association on the Establishment of BIMSTEC Technology Transfer Facility–এর খসড়া সরকার কর্তৃক অনুমোদিত

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	Technology Transfer Facility-এর খসড়া অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ১৮। সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত BIMSTEC সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্বাক্ষরের জন্য Memorandum of Association on the Establishment of BIMSTEC Technology Transfer Facility-এর খসড়া অনুমোদন করা হইল।	হওয়ার বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বিগত ১১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে অবহিত করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার পক্ষে বর্ণিত MoAটি স্বাক্ষরের জন্য সকল অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ১৫ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে নোট ভারবালমূলে BIMSTEC সচিবালয়কে অবহিত করা হয়। সকল সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক MoAটি BIMSTEC-এর পঞ্চম সামিটে স্বাক্ষরের বিষয়ে সম্মত হয়েছে। জানুয়ারি ২০২১-এ BIMSTEC-এর পঞ্চম সামিট কলম্বোতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। করোনার কারণে সামিট অনুষ্ঠিত হয়নি। সামিট যখন অনুষ্ঠিত হবে তখন এটি স্বাক্ষরিত হবে।

(৩৪) বিদ্যুৎ বিভাগ

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৭৫টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব বিদ্যুৎ বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে সকল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

(৩৫) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৮৭টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এর মধ্যে ৮৫টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট ০২টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মসবৈ-৩১(০৮)/২০১৫, তারিখ: ১০ আগস্ট ২০১৫ বিষয়-২: কানাডার সঙ্গে স্বাক্ষরের জন্য 'Agreement between The Government of Canada and The Government of The People's Republic of Bangladesh on Air Transport'-এর খসড়া অনুমোদন।	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, Agreement between The Government of Canada and The Government of The People's Republic of Bangladesh on Air

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	আলোচনা: ১১.১। কানাডা বাংলাদেশের বন্ধুরাষ্ট্র। বাণিজ্য, পর্যটন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিমান যোগাযোগ সম্প্রসারণের নিমিত্ত কানাডার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইবার জন্য 'Agreement between the Government of Canada and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Air Transport'-এর খসড়া স্বাক্ষরের প্রস্তাব প্রশংসনীয় । প্রস্তাবিত চুক্তি কার্যকর হইলে উহা উভয় দেশের স্বার্থ সমুন্নত রাখিয়া দুই দেশের মধ্যে ফ্লাইট পরিচালনার মাধ্যমে পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করিতে সহায়ক হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তবে, কানাডীয় পক্ষের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া প্রস্তাবিত চুক্তির Article-I(2)-তে উল্লিখিত 'aeronautical authorities' বুঝাইতে '... the Chairman, Civil Aviation Authority, Bangladesh, …' শব্দসমূহের পর 'Ministry of Civil Aviation and Tourism, …' শব্দসমূহ সংযোজন করা সমীচীন হইবে। ১১.২। উপর্যুক্ত আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'Agreement between the Government of Canada and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Air Transport'-এর খসড়া অনুমোদন করা যাইতে পারে। **সিদ্ধান্ত:** ১২। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের	Transport'-এর খসড়া চুক্তি বিগত ১৫ আগস্ট ২০১৩ তারিখে কানাডার অটোয়াতে স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তী সময়ে অর্থ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর মতামত গ্রহণ করে বিগত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং গ্রহণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে কানাডা কর্তৃপক্ষ চুক্তির কতিপয় Article সংশোধনক্রমে বাংলাদেশ পক্ষের মতামতের জন্য প্রেরণ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মতামতের ভিত্তিতে চুক্তিটি সংশোধনের জন্য গত ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) হতে প্রাপ্ত খসড়া চুক্তির উপর কানাডা কর্তৃপক্ষের মতামতের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে কানাডা কর্তৃপক্ষের মতামত পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদনের পর বর্ণিত চুক্তিতে যে পরিবর্তনসমূহ আনয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে তার একটি তুলনামূলক বিবরণী এবং প্রস্তাবিত সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত করে চুক্তির একটি নতুন text প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণের জন্য গত ১৭ আগস্ট ২০২১ তারিখে বেবিচক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	সঙ্গে উপস্থাপিত 'Agreement between the Government of Canada and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Air Transport'-এর খসড়া অনুমোদন করা হইল।	
২.	মসবৈ-৪৮(১২)/২০১৫, তারিখ: ২৮ ডিসেম্বর ২০১৫ বিষয়-২: বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে MoU on Cooperation in the field of Tourism between Bangladesh and Thailand স্বাক্ষরের প্রস্তাব অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ১২। সারসংক্ষেপের সহিত উপস্থাপিত MoU on Cooperation in the field of Tourism between Bangladesh and Thailand স্বাক্ষরের জন্য অনুমোদন করা হইল।	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে স্বাক্ষরিতব্য 'Memorandum of Understanding on Cooperation in the field of Tourism between Bangladesh and Thailand' থাইল্যান্ড কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে এবং থাইল্যান্ড-এর মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। বাংলাদেশ দূতাবাস, ব্যাংকক এ চুক্তিটি দ্রুত কার্যকর করার বিষয়ে থাই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। করোনা পরবর্তী পরিবেশ স্থিতিশীল হওয়া সাপেক্ষে চুক্তিটি শীঘ্র দু'দেশের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে স্বাক্ষরিত হবে মর্মে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

(৩৬) ভূমি মন্ত্রণালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৭৬টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এর মধ্যে ৭৫টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট ০১টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মসবৈ-৩৩(০৮)/২০১৫, তারিখ: ২৪ আগস্ট ২০১৫ বিষয়-১: 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১৫'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন।	ভূমি মন্ত্রণালয় ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন প্রণয়নের জন্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নতুন আইনের খসড়া চূড়ান্ত করার

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	আলোচনা: ৭.১। অর্পিত হিসাবে তালিকাভুক্ত সম্পত্তিসমূহ উহাদের বৈধ মালিকদের নিকট প্রত্যর্পণের মাধ্যমে দীর্ঘ দিনের জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রথম মেয়াদে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১' প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীকালে জনস্বার্থে আইনটি কয়েকবার সংশোধন করা হয়। এই পর্যায়ে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১'-এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাব প্রণিধানযোগ্য। ট্রাইব্যুনালের বিচারক হিসাবে জেলা জজ বা অতিরিক্ত জেলা জজ কর্তৃক ইতঃপূর্বে বিভিন্ন মামলায় প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের সুযোগ না থাকায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রত্যেক বিভাগীয় সদরে বিশেষ আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন সংক্রান্ত বিধান পুনর্বহালের প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তবে, প্রস্তাবিত আইনের ৫(৩) উপ-ধারায় ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিদ্যমান আইনের ২৩(৩)-এর অধীনে খারিজের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা যাইবে না মর্মে উল্লেখ করা হইয়াছে। আইনে এইরূপ ভাষ্য পরিহার করা সমীচীন। ইহা ছাড়া, দেশে নূতন প্রশাসনিক বিভাগ গঠনের সম্ভাবনার বিষয়টি বিবেচনায় রাখিয়া প্রস্তাবিত আইনের ৬ ধারায় উল্লিখিত '... ৭টি বিভাগীয় সদরে...' শব্দসমূহের স্থলে '... প্রতিটি বিভাগীয় সদরে...' শব্দসমূহ প্রতিস্থাপন করা যুক্তিযুক্ত হইবে। ৭.২। প্রস্তাবিত আইনের ৯ ধারায় বাতিলকৃত 'খ' তফসিলভুক্ত এবং উক্ত তফসিলে অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য কিন্তু তালিকাভুক্ত হয় নাই এইরূপ সম্পত্তিতে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ থাকিলে উক্ত তফসিলের বিষয়ে স্বত্ব	কার্যক্রম চলমান আছে।

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	নির্ধারণপূর্বক রেকর্ড সংশোধন করা যাইবে মর্মে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ইতঃপূর্বে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩' দ্বারা অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত 'খ' তফসিল বাতিল করা হইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, 'খ' তফসিল বিবেচনাক্রমে স্বত্ব নির্ধারণের বিষয়টির উল্লেখ আইনি জটিলতার সৃষ্টি করিতে পারে বিধায় ধারাটির যথার্থতা পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখা সমীচীন হইবে। ৭.৩। প্রস্তাবিত সংশোধনী আইনের অপরিহার্যতা এবং সংশোধন অপরিহার্য বলিয়া প্রতিভাত হইলে ইহার ভাষ্য সামগ্রিকভাবে আরও পর্যালোচনা করিবার আবশ্যকতা রহিয়াছে। ভূমি মন্ত্রণালয় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সহায়তা গ্রহণক্রমে মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী প্রস্তাবিত আইনের খসড়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনবোধে উহা পুনর্গঠনক্রমে পুনরায় মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন করিতে পারে। **সিদ্ধান্ত:** ৮.২। ভূমি মন্ত্রণালয় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সহায়তা গ্রহণক্রমে মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী প্রস্তাবিত আইনের খসড়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনবোধে উহা পুনর্গঠনক্রমে পুনরায় মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন করিবে।	

(৩৭) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৭৭টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে সকল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

(৩৮) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ২৬৯টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে সকল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

(৩৯) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৭২টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে সকল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

(৪০) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৯২টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে সকল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

(৪১) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৫৭টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে সকল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

(৪২) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৭৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে সকল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

(৪৩) রেলপথ মন্ত্রণালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৬৮টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এর মধ্যে ৬৬টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট ০২টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মসবৈ-২৮(০৯)/২০১৪, তারিখ: ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ বিষয়-২: 'রেলওয়ে সম্পত্তি (অবৈধ দখল) আইন, ২০১৪'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন।	রেলপথ মন্ত্রণালয় ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের বেদখল সম্পত্তির পূর্ণাঙ্গ তথ্য, এই

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	সিদ্ধান্ত: ১১.২। রেলপথ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ রেলওয়ের বেদখল হইয়া যাওয়া সম্পত্তির পূর্ণাঙ্গ তথ্য হালনাগাদ করিয়া এই সকল সম্পত্তি পুনরুদ্ধার এবং রেলওয়ের অব্যবহৃত ভূ-সম্পত্তির যথাযথ সংরক্ষণ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনা করিবে। মন্ত্রণালয় উহার একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে এই বিষয়টি তত্ত্বাবধানের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করিবে।	সকল সম্পত্তি পুনরুদ্ধার এবং রেলওয়ের অব্যবহৃত ভূ-সম্পত্তির যথাযথ সংরক্ষণ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয় সক্রিয় রয়েছে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ে ভূ-সম্পত্তি নীতিমালা, ২০২০ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। • বর্তমানে প্রতিষ্ঠান, সংস্থা এবং ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশ রেলওয়ের অবৈধ দখলীয় রেলভূমির পরিমাণ (১) সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ৯২২.৩৪ একর; (২) ব্যক্তি, বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান ১৯১৮.০৯ একর; (৩) ধর্মীয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৯০.৮৩ একর অর্থাৎ সর্বমোট ২৯৩১.২৬ একর। • রেলওয়ের অবৈধ দখলীয় রেলভূমি উচ্ছেদের মাধ্যমে উদ্ধার কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের ৪টি বিভাগের বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে বেদখল হয়ে যাওয়া রেলভূমি উচ্ছেদের মাধ্যমে উদ্ধার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গত আগস্ট ২০২১ মাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলে মোট ৫.৮২ একর রেলভূমি উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়েছে। • প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে রেল উন্নয়নের বিষয়ে বিগত ১৮ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ পিপিপি'র আওতায় রেলভূমির উপর আধুনিক হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ আর্ন্তজাতিক মানের পাঁচ তারকা হোটেল-কাম-বাণিজ্যিক ভবন, মোটেল, বহুতল বিশিষ্ট শপিং মল-কাম-

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		গেস্টহাউস ইত্যাদি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (আইন ও ভূমি)-কে বাংলাদেশ রেলওয়ের বেদখল সম্পত্তির পুনরুদ্ধার এবং রেলওয়ের অব্যবহৃত ভূ-সম্পত্তির যথাযথ সংরক্ষণ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়ে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।
২.	মসবৈ-৩৪(১১)/২০১৪ ,তারিখ :১০ নভেম্বর ২০১৪ সম্পূরক বিষয়-৩: 'SAARC Regional Railways Agreement for SAARC Member States finalized by the fifth Inter-Governmental Group on Transport' অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত :** ২৭। সারসংক্ষেপের সহিত উপস্থাপিত 'SAARC Regional Railways Agreement for SAARC Member States finalized by the fifth Inter-Governmental Group on Transport' অনুমোদন করা হইল।	রেলপথ মন্ত্রণালয় ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। পরবর্তী SAARC শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

(৪৪) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৭৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এর মধ্যে ৭০টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট ০৩টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মসবৈ-০৭(০২)/২০১৫, তারিখ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বিষয়-৩: উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Powers for Development	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, এ বিভাগে ই-জিপি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ই-জিপি'র মাধ্যমে ক্রয়

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	Projects) এবং অনুন্নয়ন বাজেটের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Powers) ও পুনঃঅর্পণ (Sub-Delegation) সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট পরিপত্রসমূহ সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ১২.৪। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।	প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। এ বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত সংস্থা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। অপর সংযুক্ত সংস্থা আইন কমিশন ই-জিপি পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে জাতীয় ই-জিপি সিস্টেমে নিবন্ধন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য গত ২৯ জুন ২০২১ তারিখে সিপিটিইউকে পত্র প্রেরণ করেছে। ৩০ জুন ২০২১ তারিখে ই-জিপি পোর্টালে মানবাধিকার কমিশনের পোর্টাল সৃজন করা হয়েছে।
২.	মসবৈ-৩৭(০৯)/২০১৫, তারিখ: ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ বিষয়-১: 'বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট আইন, ২০১৫'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ১০.২। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ সরকারি ট্রাস্ট গঠনের লক্ষ্যে একটি অভিন্ন আইনের খসড়া প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট আইন, ২০১৬ ইতোমধ্যে প্রণীত হয়েছে এবং ০২ মে ২০১৬ তারিখে কার্যকর হয়েছে। সরকারি ট্রাস্ট গঠন সংক্রান্ত একটি অভিন্ন আইনের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুতপূর্বক অধিকতর পরীক্ষার কাজ চলছে।
৩.	মসবৈ-১৭(০৪)/২০১৬, তারিখ: ২৫ এপ্রিল ২০১৬ বিষয়-১: 'বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য (তদন্ত ও প্রমাণ) আইন, ২০১৬'-এর খসড়ার নীতিগত/চূড়ান্ত অনুমোদন। আলোচনা: ৮.১। 'সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) আইন, ২০১৪'-এর ২(৩) উপ-ধারায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৬(৩) অনুচ্ছেদে	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) আইন, ২০১৪ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক বাতিল ঘোষিত হয়েছে। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত রিভিউ পিটিশন নম্বর ৭৫১/১৭ বিচারাধীন রয়েছে। উক্ত রিভিউ পিটিশন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়ার পর বিবেচ্য আইন প্রণয়নের বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	কোন বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে পরিবেন মর্মে উল্লেখ রহিয়াছে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতে 'বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য (তদন্ত ও প্রমাণ) আইন, ২০১৬'-এর খসড়া প্রণয়নের প্রস্তাব প্রশংসনীয়। ইহা উচ্চ-আদালতের বিচারকগণ তাঁহাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব অবাধ ও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রতিপালনের মাধ্যমে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সমুন্নত রাখিতে পারিবেন। তবে, আইনটির শিরোনাম 'বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বিচারক (তদন্ত) আইন, ২০১৬' হওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে। প্রস্তাবিত আইনের বিধানাবলি যুক্তিযুক্ত ও অনুমোদনযোগ্য। তবে ২(৫) উপ-ধারায় উল্লেখিত 'বিচারক' শীর্ষক সংজ্ঞায় 'প্রধান বিচারপতি'-কে অন্তর্ভুক্ত করিয়া সংজ্ঞাটি পুনর্গঠন করা সমীচীন হইবে। ৮.২। উপর্যুক্ত আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য (তদন্ত ও প্রমাণ) আইন, ২০১৬'-এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা যাইতে পারে। **সিদ্ধান্ত:** ৯। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য (তদন্ত ও প্রমাণ) আইন, ২০১৬'-এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হইল।	

(৪৫) শিল্প মন্ত্রণালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ১২৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এর মধ্যে ১২০টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট ০৩টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মসবৈ-২০(০৫)/২০১৬, তারিখ: ৩০ মে ২০১৬ বিষয়-১: 'বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০১৬'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ১২.১। সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০১৬'-এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হইল।	শিল্প মন্ত্রণালয় ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ গত ২৯ অক্টোবর ২০২০ তারিখে ভেটিং সম্পন্ন করে নথি শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। 'বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০২১' এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন করা হলে গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে মন্ত্রিসভা চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করে। তবে খসড়া আইনের ধারা ৩৬ পুনর্গঠনের জন্য মন্ত্রিসভা পরামর্শ প্রদান করায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক খসড়া আইনের ভেটিং সম্পন্ন করা হয়েছে। এটি বিল আকারে সংসদের প্রেরণের কার্যক্রম চলমান আছে।
২.	মসবৈ-২০(০৫)/২০১৬, তারিখ: ৩০ মে ২০১৬ বিষয়-১: 'বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০১৬'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ১২.২। 'ডিজাইন আইন ২০১৬'-এর খসড়া প্রণয়নপূর্বক যথাশীঘ্র সম্ভব মন্ত্রিসভায় উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। উপস্থাপনাকালে 'ডিজাইন আইন ২০১৬'-এর খসড়া এবং 'বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০১৬'-এর ভেটিংকৃত খসড়া একইসঙ্গে পুনরায় উপস্থাপনা করিতে হইবে।	শিল্প মন্ত্রণালয় ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, 'বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০২১' এবং 'বাংলাদেশ শিল্প নকশা আইন, ২০২১' শিরোনামে দু'টি খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০২১'-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন করা হলে গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে মন্ত্রিসভা চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করে। তবে খসড়া আইনের ধারা ৩৬ পুনর্গঠনের জন্য মন্ত্রিসভা পরামর্শ প্রদান করায় খসড়া আইন ভেটিংয়ের জন্য পুনরায় ০৯ মার্চ ২০২১ তারিখে

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ভেটিং কার্যক্রম চলমান আছে। 'বাংলাদেশ শিল্প-নকশা আইন, ২০২১' শিরোনামে নীতিগত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়। নীতিগত অনুমোদনপ্রাপ্ত 'বাংলাদেশ শিল্প-নকশা আইন, ২০২১' শিরোনামীয় খসড়া আইনের উপর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ভেটিংয়ের জন্য ০৯ মার্চ ২০২১ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ভেটিং কার্যক্রম চলমান আছে। ভেটিং কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করার জন্য সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নিয়ে গত ২৯ জুলাই ২০২১ তারিখে সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সঙ্গে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভেটিং কার্যক্রম চলমান আছে।
৩.	মসবৈ-১২(০৪)/২০১৭, তারিখ: ১৭ এপ্রিল ২০১৭ বিষয়-৪: বাংলাদেশ ও ওমানের মধ্যে স্বাক্ষরের জন্য Agreement on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Sultanate of Oman-এর খসড়ার অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ২০। বাংলাদেশ ও ওমানের মধ্যে স্বাক্ষরের জন্য সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত Agreement on the Promotion and Reciprocal	শিল্প মন্ত্রণালয় ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, বাংলাদেশ সরকার ও ওমান সরকারের মধ্যে প্রস্তাবিত দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি-বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে বিগত মে ২০১৫ মাসে ঢাকায় প্রথম দফা নেগোসিয়েশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণ করে। অতঃপর উভয়পক্ষের মধ্যে গত ০১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ দ্বিতীয় নেগোসিয়েশন সভার মাধ্যমে একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয়। বাংলাদেশ সরকার ও ওমান সরকারের মধ্যে প্রস্তাবিত দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি-বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তির

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	Protection of Investments between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Sultanate of Oman-এর খসড়া অনুমোদন করা হইল।	খসড়ার বিধি মোতাবেক ভেটিংয়ের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে মন্ত্রিসভার অনুমোদন গ্রহণ করে চূড়ান্তকৃত চুক্তির খসড়া শিল্প মন্ত্রণালয় হতে বিগত ২৫ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ওমান কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য অবহিত করার জন্য সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর গত ২৩ মার্চ ২০১৮ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ওমান কর্তৃপক্ষের সাড়া পাওয়া গেলে চুক্তিটি যে কোনো সময়ে স্বাক্ষরিত হতে পারে। চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে জারিকৃত স্মারকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে কোন অগ্রগতি প্রতিবেদন না পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে পুনরায় অগ্রগতি জানতে চেয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে ওমান কর্তৃপক্ষের নিকট গত ১৮ অক্টোবর ২০২০ এবং ০৪ এপ্রিল ২০২১ তারিখে প্রেরিত নোট ভার্বালে এ বিষয়ে অগ্রগতি জানতে চাওয়া হয়েছে। ওমান কর্তৃপক্ষ হতে এ বিষয়ে কোনো অগ্রগতি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়নি।

(৪৬) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৭০টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে সকল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

(৪৭) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৮৪টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে সকল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

(৪৮) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৮৪টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এর মধ্যে ৮১টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট ০৩টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মসবৈ-৩৫(১১)/২০১৪, তারিখ: ১৭ নভেম্বর ২০১৪ সম্পূরক বিষয়-১: 'Draft Motor Vehicles Agreement for the Regulation of Passenger and Cargo Vehicular Traffic amongst SAARC Member States'শীর্ষক চুক্তির খসড়ার অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ১৭। সারসংক্ষেপের সহিত উপস্থাপিত 'Draft Motor Vehicles Agreement for the Regulation of Passenger and Cargo Vehicular Traffic amongst SAARC Member States' শীর্ষক চুক্তি অনুমোদন করা হইল।	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, The Sixth Meeting of SAARC Inter-Governmental Group on Transport নেপালের কাঠমান্ডুতে গত ১৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। The Fourth Meeting of SAARC Transport Ministers গত ২০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে হওয়ার কথা থাকলেও তা স্থগিত হয়। তবে The Sixth Meeting of SAARC Inter-Governmental Group on Transport সভায় SAARC Motor Vehicles Agreement-এর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাকিস্তানের Agreement-এর Draft সংশোধনীর বিষয়ে লিখিতভাবে জানানোর কথা থাকলেও জানায়নি এবং উক্ত সভায় উপস্থাপন করেনি। তারা এ বিষয়ে পরবর্তী সভার পূর্বে লিখিতভাবে জানাবে মর্মে সভাকে অবহিত করেছে। এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি না থাকায় সর্বশেষ

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		অগ্রগতি জানার জন্য ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
২.	মসবৈ-৩৩(০৮)/২০১৫, তারিখ: ২৪ আগস্ট ২০১৫ বিষয়-৪: 'Motor Vehicles Agreement for the Regulation of Passenger, Personal and Cargo Vehicular Traffic between Bangladesh, Bhutan, India and Nepal' অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ১৭। সারসংক্ষেপের সহিত উপস্থাপিত 'Motor Vehicles Agreement for the Regulation of Passenger, Personal and Cargo Vehicular Traffic between Bangladesh, Bhutan, India and Nepal' অনুসমর্থন করা হইল।	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, ১৫ জুন ২০১৫ তারিখ BBIN MVA স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে BBIN MVA বাংলাদেশ, ভারত ও নেপাল অনুসমর্থন করেছে। কিন্তু ভুটান এখনও চুক্তিটি অনুসমর্থন না করায় চুক্তির বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। চুক্তি বাস্তবায়নের ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ ভারতের দিল্লীতে BBIN-MVA এর অধীনে বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের মধ্যে ত্রিদেশীয় Passenger ও Cargo Protocols স্বাক্ষরের লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে ADB কর্তৃক ERD এর মাধ্যমে প্রেরিত খসড়া MoU-এর Draft চূড়ান্ত করা হয়। উক্ত ত্রিদেশীয় MoU স্বাক্ষরিত হলে Passenger Protocols স্বাক্ষর করা হবে। এ মর্মে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে গত ১৮ নভেম্বর ২০২০ তারিখে নেপাল ও ভারতের সঙ্গে আলোচনাক্রমে যেকোনো সুবিধাজনক সময়ে Virtually MoU স্বাক্ষরের লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে। Draft Cargo Protocol স্ব-স্ব দেশ অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনাপূর্বক (Stakeholder Consultation) চূড়ান্ত করবে মর্মে সিদ্ধান্ত আছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে Draft Cargo Protocol-এর বিষয়ে মতামত প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হলে মতামত পাওয়া

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		যায়। প্রাপ্ত মতামতের উপর এ বিভাগের কানেক্টিভিটি সংক্রান্ত থিমেটিক গ্রুপের দুটি সভা গত ২০ জুন ২০২১ এবং ২৭ জুলাই ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে গত ০৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধি'র সঙ্গে কানেক্টিভিটি সংক্রান্ত থিমেটিক গ্রুপের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পুনরায় এ বিষয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহ্বান করা হবে। অতঃপর সভার সিদ্ধান্তের আলোকে খসড়া চূড়ান্ত করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
৩.	মসবৈ-১৬(০৬)/২০১৮, তারিখ: ২৫ জুন ২০১৮ বিবিধ বিষয়-২: সড়ক ও মহাসড়ক-দুর্ঘটনার বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ। আলোচনা: ৭.১। সম্প্রতি সংঘটিত সড়ক-দুর্ঘটনায় প্রাণহানির বিষয়ে মন্ত্রিসভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। মানুষের কর্মব্যস্ততা এবং গণপরিবহনের সংখ্যাবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে দেশে বর্তমানে সড়ক-দুর্ঘটনার সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। এককভাবে সরকারের পক্ষে রাতারাতি সড়ক-দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রে সকলের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা প্রয়োজন। গণমাধ্যম, বিভিন্ন সংগঠন, যাত্রী, চালক, পথচারীসহ সকলকে সড়ক-দুর্ঘটনা প্রতিরোধে আগাইয়া আসিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট আইন প্রতিপালনে অনীহা; চালকদের অদক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাব; ফিটনেসবিহীন গাড়ি; যাত্রী ও পথচারীদের অসচেতনতা; চলন্ত অবস্থায় মোবাইল ফোন ব্যবহার; গাড়ির অনিয়ন্ত্রিত	২৫ জুন ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসরণে সড়ক ও মহাসড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসের বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে ০৩ জুলাই ২০১৮ তারিখ একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় এ বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রধান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও, পরিবহন মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সভার নির্দেশনা অনুযায়ী গৃহীত কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন হচ্ছে। এছাড়া, পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে জনাব শাজাহান খান, এমপি'র নেতৃত্বে গঠিত কমিটির ১১১টি সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ৩৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। উক্ত টাস্কফোর্সের তৃতীয় সভা ২০ জুন ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	গতিবেগ; ওভারব্রিজ ও আন্ডারপাসের স্বল্পতা; ট্রাফিক আইন অমান্য করা; অনুমোদিত চেসিস-এর তুলনায় বাড়তি সাইজের ট্রাক, বাস পরিচালনা প্রভৃতি সড়ক-দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। সড়ক-দুর্ঘটনা হ্রাসে ড্রাইভার ও হেল্পারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কোনো চালক কর্তৃক একটানা ৫ ঘণ্টার বেশি গাড়ি চালনা না করাই যুক্তিযুক্ত। ইহা ছাড়া, দূরপাল্লার যানবাহনে বিকল্প ড্রাইভারের ব্যবস্থা রাখা সমীচীন। বাস ও ট্রাক চালকদের জন্য নির্ধারিত সময়ের পরে পথিমধ্যে বিশ্রামের অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি করা আবশ্যক। পর্যাপ্ত বাস ও ট্রাক টার্মিনাল স্থাপনের বিষয়েও উদ্যোগ গ্রহণ করা সমীচীন হইবে। ৭.২। ঝুঁকিপূর্ণভাবে রাস্তা পারাপার না করিয়া জেব্রাক্রসিং ও ওভারব্রিজ ব্যবহার, ট্রাফিক সিগন্যাল অনুসরণ, যাত্রী ও চালকদের বাধ্যতামূলক সিটবেল্ট ব্যবহার, স্ট্যান্ডব্যতীত রাস্তার মাঝখানে যাত্রী উঠানামা বন্ধ করা ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এইসব ক্ষেত্রে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারে। এই লক্ষ্যে পত্রপত্রিকাসহ বিভিন্ন মাধ্যমে সড়ক ও মহাসড়ক-দুর্ঘটনা প্রতিরোধ-সংশ্লিষ্ট জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচার/প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে। ৭.৩। বর্ণিত পরিপ্রেক্ষিতে, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক উপর্যুক্ত আলোচনা অনুযায়ী জননিরাপত্তা বিভাগ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে	হয়েছে। টাস্কফোর্সের কার্যক্রম চলমান আছে। 'দূরপাল্লার যানবাহনে গাড়ি চালকের একটানা পাঁচ ঘণ্টার বেশি গাড়ি না চালানোর বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।' লং ড্রাইভের সময় বিকল্প চালক রাখা, যাতে পাঁচ ঘণ্টার বেশি কোনো চালককে একটানা দূরপাল্লার গাড়ি চালাতে না হয় এ বিষয়ে বিআরটিএ হতে পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠনকে একাধিকবার পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠন বাস্তবায়ন করছে। 'মহাসড়কে চলন্ত গাড়ির স্পিড কন্ট্রোলের বিষয়ে দূরপাল্লার বিভিন্ন পরিবহনের মালিকদের নিয়ে চেয়ারম্যান, বিআরটিএ সভা করে এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।' মহাসড়কে চলন্ত গাড়ির স্পিড কন্ট্রোলের বিষয়ে দূরপাল্লার বিভিন্ন পরিবহনের মালিকদের নিয়ে ০২ আগস্ট ২০১৮ তারিখে বিআরটিএতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ৮০ কিলোমিটার/ঘণ্টা এবং ট্রাকের সর্বোচ্চ গতিবেগ ৬০ কিলোমিটার/ঘণ্টা নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত গতির অতিরিক্ত গতিতে যাতে বাস/ট্রাক চলাচল করতে না পারে সে জন্য গাড়ির স্পিড গভর্ণর সিল করার বিষয়ে পরিবহন মালিক সংগঠন আশ্বাস দিয়েছে। মোটরযানের গতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গাড়ির স্পিড গভর্ণর সিল করার অনুরোধ জানিয়ে পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠন বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, স্পিড গভর্ণর সিল করার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান করার জন্য বিআরটিএ'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	আলোচনাক্রমে সড়ক ও মহাসড়ক-দুর্ঘটনা হ্রাসের বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত হইবে। **সিদ্ধান্ত:** ৮। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী জননিরাপত্তা বিভাগ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সড়ক ও মহাসড়ক-দুর্ঘটনা হ্রাসের বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ করিবে।	দেয়া হয়েছে। 'দেশের প্রধান ৪টি জাতীয় মহাসড়ক যথা: (ক) ঢাকা-চট্টগ্রাম (খ) ঢাকা-রংপুর (গ) ঢাকা–সিলেট এবং (ঘ) ঢাকা-খুলনা জাতীয় মহাসড়কে সুবিধাজনক স্থানে গাড়ি চালকদের জন্য একটি করে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত বিশ্রামাগার স্থাপন করতে হবে।' মহাসড়কে চলাচলকারী ট্রাক ও পণ্যবাহী দূরপাল্লার অন্যান্য যানবাহনের চালকদের যাত্রাপথে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে টেকসই ও নিরাপদ মহাসড়ক গড়ে তোলার জন্য '০৪টি জাতীয় মহাসড়কের পার্শ্বে পণ্যবাহী গাড়ি চালকদের জন্য পার্কিং সুবিধা সংবলিত বিশ্রামাগার নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ঢাকা-চট্টগ্রাম (নিমসার, কুমিল্লা), ঢাকা-সিলেট (জগদীশপুর, হবিগঞ্জ), ঢাকা-রংপুর (পাঁচিলা, সিরাজগঞ্জ), এবং ঢাকা-খুলনা (লক্ষ্মীকান্দর, মাগুড়া) মহাসড়কের পার্শ্বে ট্রাক চালকদের জন্য আধুনিক সুবিধা সংবলিত বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হবে। ইতোমধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম (নিমসার, কুমিল্লা) এবং ঢাকা-রংপুর (পাঁচিলা, সিরাজগঞ্জ) মহাসড়কের পার্শ্বে বিশ্রামাগার নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। ঢাকা-সিলেট (জগদীশপুর, হবিগঞ্জ) মহাসড়কের পার্শ্বে বিশ্রামাগার নির্মাণের লক্ষ্যে ২৮ জুলাই ২০২১ তারিখে এবং ঢাকা-খুলনা (লক্ষ্মীকান্দর, মাগুড়া) মহাসড়কের পার্শ্বে বিশ্রামাগার নির্মাণের লক্ষ্যে ১২ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। 'দক্ষ ড্রাইভার সৃষ্টির লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		অধিদপ্তরের যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ভোকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউটসমূহে মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ ট্রেড চালুর ব্যবস্থাসহ দক্ষ ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।' মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ ট্রেড চালুর ব্যবস্থাসহ দক্ষ ড্রাইভার সৃষ্টির লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে গত ১৮ জুলাই ২০১৮ তারিখে সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের ট্রেড চালুর সুযোগ নেই মর্মে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে জানানো হয়। অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগকে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ১৮ জুলাই ২০১৮ তারিখে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৮ সাল হতে SEIP প্রকল্পের আওতায় ০৫ বছরে ০১ লক্ষ পেশাজীবী গাড়িচালক তৈরির কার্যক্রম চালু হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় বিআরটিসি'র পাশাপাশি প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র BMET, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট DTE এবং সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে TTTI-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। 'মহাসড়কে চলাচলরত পুরাতন বাস ও ট্রাকের লাইফ টাইম নির্ধারণের লক্ষ্যে বুয়েট ও এআরআইসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		আলোচনা করে সুপারিশ প্রণয়ন করতে হবে।' সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে গঠিত কমিটির ১১১টি সুপারিশমালার মধ্যে ৫৪ ক্রমিকের সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক মোটরযানের আয়ুষ্কাল নির্ধারণের বিষয়ে গত ১৪ জুলাই ২০২১ তারিখে একটি অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস, মিনিবাসের ক্ষেত্রে মোটরযানের লাইফটাইম ২০ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ২৫ বছর এবং ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান, পিক-আপ প্রভৃতি মালবাহী মোটরযানের ক্ষেত্রে ২৫ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ৩০ বছর করার প্রস্তাব পরীক্ষাপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি Country of Origin এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে বাস/ট্রাকের ইকোনমিক লাইফ ০৫ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব পরীক্ষা করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন। 'ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ পরিচালনার উপযোগী একটি জায়গা নির্ধারণ করতে হবে। উক্ত জায়গায় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি নিজেদের উদ্যোগে এবং ব্যবস্থাপনায় মোটরযান চালকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।' এ বিষয়ে সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি এবং বিআরটিএ'র সমন্বয়ে জায়গা নির্ধারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে মিরপুরে ০২টি জায়গা পরিদর্শন করা হয়েছে। উপযুক্ত জায়গা নির্ধারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। 'ড্রাইভার সংকট নিরসনের জন্য ড্রাইভিং ট্রেনিং

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		ইন্সটিটিউটের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। একইসাথে ভারী ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তির শর্তাবলি শিথিলের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখতে হবে। প্রয়োজনে এ বিষয়ে বিদ্যমান আইন সংশোধন করতে হবে।' দক্ষ ড্রাইভার গড়ে তোলার লক্ষ্যে ড্রাইভিং ইন্সটিটিউটের সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বর্তমানে ড্রাইভিং ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের সংখ্যা ১৩৯টি। একইসঙ্গে ভারী ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তির শর্তাবলি শিথিল করা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে। বিদ্যমান সড়ক পরিবহন আইনের অধীন খসড়া বিধিমালায় বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'মহাসড়কে যত্রতত্র যাত্রী উঠানামা এবং রাস্তা পারাপার বন্ধ করতে হবে। এ বিষয়ে মালিক-শ্রমিক সংগঠন ও হাইওয়ে পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।' এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বিআরটিএ হতে ডিআইজি হাইওয়ে পুলিশ, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, পরিবহন মালিক-শ্রমিকসংগঠনসহ সংশ্লিষ্টদের পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়মিত পর্যবেক্ষণে আছে। 'মালবাহী ট্রাকে যাত্রী পরিবহন বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।' হাইওয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে মালবাহী ট্রাকে যাত্রী পরিবহন বন্ধে প্রসিকিউশন প্রদান করা হচ্ছে মর্মে জানানো হয়েছে। 'কোনো অবস্থাতেই স্পেসিফিকেশন বর্হিভূত মোটরযান রেজিস্ট্রেশন দেয়া যাবে না এবং ত্রুটিপূর্ণ মোটরযানের ফিটনেস নবায়ন করা যাবে না। স্পেসিফেকেশন বর্হিভূত বাস ও ট্রাকের বডি নির্মাণের কারখানাসমূহ পরিদর্শন করে এদের

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে যশোর এবং বগুড়া এলাকায় এ ধরনের কারখানাসমূহ দ্রুত সরেজমিনে পরিদর্শন করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।' কোনো অবস্থাতেই স্পেসিফিকেশন বর্হিভূত মোটরযান রেজিস্ট্রেশন না দেয়া, ত্রুটিপূর্ণ মোটরযানের ফিটনেস নবায়ন না করা এবং স্পেসিফিকেশন বর্হিভূত বাস ও ট্রাকের বডি নির্মাণের কারখানাসমূহ পরিদর্শন করে এদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ, বিশেষ করে যশোর এবং বগুড়া এলাকায় এ সকল কারখানাসমূহ দ্রুত সরেজমিন পরিদর্শন করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিআরটিএ হতে জেলা প্রশাসক, যশোর ও বগুড়া বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়মিত মনিটর করা হচ্ছে। বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের এ বিষয়ে অভিযান পরিচালনার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। 'মহাসড়কে ফিটনেসবিহীন ত্রুটিপূর্ণ গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণে চলমান কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।' এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বিআরটিএ হতে ডিআইজি হাইওয়ে পুলিশ, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠনসহ সংশ্লিষ্টদের পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ফিটনেসবিহীন মোটরযান চলাচল বন্ধ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রুট পারমিট বাতিলের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসহ পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের আইনি কার্যক্রম আরো জোরদার করার জন্য বিআরটিএ হতে সকল পুলিশ কমিশনার

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ফিটনেস খেলাপি অর্থাৎ ফিটনেস সার্টিফিকেটের মেয়াদ উত্তীর্ণ মোটরযানের ফিটনেস হালনাগাদ করার জন্য মোটরযানের মালিকদের অনুরোধ জানিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বিআরটিএ'র যে কোনো সার্কেল থেকে যানবাহন পরিদর্শনপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট নবায়ন করা যাচ্ছে। 'একই রেজিস্ট্রেশনের একাধিক নাম্বারপ্লেট নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।' এ বিষয়ে বিআরটিএ থেকে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। বিষয়টি চেয়ারম্যান, বিআরটিএ নিয়মিত মনিটর করছেন। মোবাইল কোর্ট ও পুলিশ কার্যক্রম জোরদারের ফলে গাড়ির কাগজপত্র হালনাগাদ ও ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ/নবায়ন করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। 'মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণকল্পে বিআরটিএ'র চেয়ারম্যানকে আহ্বায়ক করে ০৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করতে হবে।' গঠিত কমিটির সুপারিশমালার আলোকে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মহাপুলিশ পরিদর্শক, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়,

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ, বিআরটিএ, সওজ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসক, হাইওয়ে পুলিশ ও পরিবহন মালিক শ্রমিক সংগঠন বরাবর অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে বিআরটিএ কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এর মধ্যে ২০২১-২৪ মেয়াদে National Road Safety Strategic Action Plan তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 'নিরাপদ সড়ক চাই'-এর চেয়ারম্যান কর্তৃক তৈরিকৃত ০৪টি টিভিসি বিটিভিতে প্রচারের জন্য বিআরটিএ কর্তৃক সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মাধ্যমে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিআরটিসির চালক ও যাত্রীদের মধ্যে প্রদর্শনের জন্য নিরাপদ সড়ক চাই কর্তৃক 'নাকফুল' নাটক বিআরটিসিকে সরবরাহ করা হয়েছে। মোটরযান চালকগণ মাদকাসক্ত কিনা এতদ্‌সংক্রান্ত ডোপ টেস্টসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অন্যান্য নির্দেশনার বিষয়ে করণীয় সংক্রান্ত সভা চেয়ারম্যান, বিআরটিএ'র সভাপতিত্বে গত ১২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ডোপ টেস্ট কীভাবে এবং কী পদ্ধতিতে ও কোথা থেকে শুরু করা যায় সে বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আর্থিক ব্যয় ও নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান আছে। 'সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে দেশব্যাপী জাতীয় মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সড়ক পরিবহন এবং

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে প্রতিমাসে ন্যূনতম ০২ বার ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাসহ রোড সেফটি ক্যাম্পেইনের ব্যবস্থা করতে হবে।' সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে প্রতিমাসে ন্যূনতম ০২ বার ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাসহ রোড সেফটি ক্যাম্পেইনের ব্যবস্থা করতে বিআরটিএ হতে ডিআইজি হাইওয়ে পুলিশ, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, পরিবহন মালিক শ্রমিক সংগঠনসহ সংশ্লিষ্টদের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, বিআরটিএ'র পক্ষ হতে ঢাকাসহ সারাদেশে রোড সেফটি ক্যাম্পেইন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। 'বিআরটিএ'র মাল্টিপারপাস কেন্দ্র নির্মাণ ও চালু করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।' বৈদেশিক সহায়তায় মিরপুরস্থ বিআরটিএ ঢাকা মেট্রো-১ সার্কেলে স্থাপিত Vehicle Inspection Center (VIC)টি প্রতিস্থাপনপূর্বক গত ৩০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ হতে কার্যকরভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে। দুই-লেনবিশিষ্ট ভিআইসি ফিটনেসের জন্য আগত সকল মোটরযান ফিটনেস পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট না হওয়ায় উক্ত ভিআইসি'র পাশাপাশি আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে আরও ১৫ লেনবিশিষ্ট ভিআইসি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, পাবনা, যশোর, কুষ্টিয়া, সিলেট, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাঙ্গামাটি, সাতক্ষীরা ও গোপালগঞ্জসহ ১৭টি জেলায় Vehicle Inspection Center (VIC)সহ BRTA

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		Office-cum-Motor Driving Testing, Training & Multipurpose Center (BMDTTMC) স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে প্রতি জেলায় এ ধরণের BMDTTMC স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। 'জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের নেতৃত্বে গঠিত সড়ক নিরাপত্তা কমিটির নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভাগীয় কমিশনারদের নিকট পত্র প্রেরণ করতে হবে।' মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে এ বিষয়ে ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বিআরটিএ হতে স্থানীয়ভাবে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে প্রতি জেলায় জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটি এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে উপজেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটি গঠন করা হয়েছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত সড়ক নিরাপত্তা কমিটির সভা নিয়মিত আহ্বানের জন্য বিআরটিএ হতে সর্বশেষ গত ২৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(৪৯) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৬০টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে সকল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

(৫০) সেতু বিভাগ

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৫৭টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব সেতু বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে সকল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

(৫১) সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৭৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব সুরক্ষা সেবা বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এর মধ্যে ৭০টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট ০৩টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মসবৈ-০৫(০২)/২০১৪, তারিখ: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ বিষয়-১: বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল/সার্ভিস পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ৮। সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল/সার্ভিস পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব অনুমোদন করা হইল।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, গত ২৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ও ব্রাজিল সরকারের মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীগণের অনুকূলে ভিসা অব্যাহতি বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে গত ১৫ মার্চ ২০২১ তারিখে এ চুক্তিটি স্বাক্ষরের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে এবং সভার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূতের বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর পরিদর্শনের প্রস্তাব মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত কর্তৃক বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে পাসপোর্ট ইস্যুকরণ, পাসপোর্ট যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া সরেজমিনে পরিদর্শন সংক্রান্ত সম্ভাব্য কর্মসূচি প্রস্তুতপূর্বক তা এ বিভাগে পাঠানোর জন্য ৩১ মার্চ ২০২১ তারিখে বহিরাগমন পাসপোর্ট অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয় এবং পত্রের অনুলিপি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দেয়া হয়। বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		হতে সম্ভাব্য পরিদর্শনসূচি পাওয়া গেছে। ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূতের ০১ জুলাই ২০২১ তারিখে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর পরিদর্শন উপলক্ষ্যে পরিদর্শনকালীন সার্বিক কার্যক্রম তদারকি করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন প্রদানপূর্বক এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য ২৮ জুন ২০২১ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। করোনার কারণে রাষ্ট্রদূতের পরিদর্শন কর্মসূচি বর্তমানে স্থগিত রয়েছে।
২.	মসবৈ-১৪(০৫)/২০১৪, তারিখ: ০৫ মে ২০১৪ বিষয়-১: বাংলাদেশ ও সার্বিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ৮। সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত বাংলাদেশ ও সার্বিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব অনুমোদন করা হইল।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে এ বিভাগে প্রেরিত পত্রে উল্লেখ করা হয় যে, বর্তমান করোনা মহামারির কারণে নিকট ভবিষ্যতে আলোচ্য চুক্তিটি দুই দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করা দুরূহ হবে। করোনা মহামারির উন্নতি হলে কোন ভিআইপি সফরে অথবা রোমে নিযুক্ত মান্যবর রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে উক্ত চুক্তি স্বাক্ষর করা যেতে পারে মর্মে বাংলাদূত, রোম অভিমত ব্যক্ত করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে গত ১৫ মার্চ ২০২১ তারিখে এ চুক্তি স্বাক্ষরের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অঞ্চলভিত্তিক কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সার্বিয়া বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের অনুকূলে ভিসা অব্যাহতি চুক্তিটি স্বাক্ষর করতে আগ্রহী বিধায় রোমে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়।

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৩.	মসবৈ-০৫(০২)/২০১৬, তারিখ: ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ বিষয়-১: 'বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন, ২০১৬'-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন। আলোচনা: ৭.১। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বিষয়ক বিদ্যমান 'আইন' ও 'আদেশ' একীভূত এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনক্রমে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব অর্জন, প্রদান, পরিত্যাগ, অবসান এবং এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি সন্নিবেশকরত যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন, ২০১৬'-এর খসড়া প্রণয়নের প্রস্তাব সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয়। আইনটি নীতিগত অনুমোদনের সময় মন্ত্রিসভা কর্তৃক প্রদত্ত অনুশাসনসমূহ যথাযথভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। আইনটির বিধানাবলি যুক্তিযুক্ত ও অনুমোদনযোগ্য। তবে, প্রস্তাবিত আইনের ২(৪) উপ-ধারায় 'ব্যক্তি' শীর্ষক সংজ্ঞায় মানুষের সংঙ্গে শিশু-কে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। উক্ত সংজ্ঞায় শিশুর অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা আরও পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া ২(৭) উপ-ধারায় উল্লেখিত 'বিদেশি শত্রু' শীর্ষক সংজ্ঞায় 'বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল বা আছে এমন কোন রাষ্ট্র' শব্দসমূহের সংঙ্গে 'ব্যক্তি' শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করিবার বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখা সমীচীন। ৭.২। প্রস্তাবিত আইনের ৮(২) উপ-ধারায় '...সুপ্রিম কোর্টের বিচারক, জাতীয় সংসদ সদস্য বা সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত...' দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন না মর্মে উল্লেখ রহিয়াছে। সাংবিধানিক পদ বলিতে উল্লিখিত সুপ্রিম কোর্টের বিচারক, জাতীয় সংসদ সদস্য	সুরক্ষা সেবা বিভাগ ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, প্রস্তাবিত আইন সংশোধনক্রমে ভেটিংয়ের জন্য বিগত ২৮ মার্চ ২০১৬ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। বিগত ০২ আগস্ট ২০১৭ তারিখে খসড়া আইনের বিষয়ে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ-এর মধ্যে এতদ্‌বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি না হওয়ায় বিগত ০৭ মে ২০১৮ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে তাগিদ দেয়া হয়। অদ্যাবধি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে 'বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন, ২০১৬'-এর ভেটিং করা হয়নি।

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	ছাড়াও আরও অনেক পদধারীকে বুঝায়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই উপ-ধারায় 'সুপ্রিম কোর্টের বিচারক, জাতীয় সংসদ সদস্য' শব্দসমূহ বিযুক্তক্রমে উপ-ধারাটি পুনর্গঠন করা যুক্তিযুক্ত হইবে। ৭.৩। প্রস্তাবিত আইনের ২১(১) উপ-ধারায় এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ জামিনযোগ্য এবং আমলঅযোগ্যরূপে উল্লেখ করা সমীচীন হইবে। ইহা অনুসরণক্রমে ২১(২) এবং ২১(৩) উপ-ধারা দুইটি পুনর্গঠন করা আবশ্যক। ইহা ছাড়া ২২ উপ-ধারায় অপরাধ সংঘটনের দণ্ড হিসাবে অনধিক এক লক্ষ টাকা জরিমানা নির্ধারণ করা হইয়াছে, যাহা বর্তমান প্রেক্ষাপটে নিতান্তই অপ্রতুল। এতৎপরিপ্রেক্ষিতে অর্থদণ্ডের পরিমাণ যৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি করা সমীচীন হইবে। ৭.৪। এই পরিপ্রেক্ষিতে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণক্রমে প্রস্তাবিত আইনের বিধানাবলি বিশ্লেষণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জন/পরিবর্তন করা যাইতে পারে। ৭.৫। উপর্যুক্ত আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন, ২০১৬'-এর খসড়া চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা যাইতে পারে। **সিদ্ধান্ত:** ৮। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন, ২০১৬'-এর খসড়া চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হইল।	

(৫২) স্থানীয় সরকার বিভাগ

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৭৮টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্থানীয় সরকার বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে সকল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

(৫৩) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৮৮টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এর মধ্যে ৮৬টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট ০২টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মসবৈ-০৭(০২)/২০১৫, তারিখ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বিষয়-৩: উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Powers for Development Projects) এবং অনুন্নয়ন বাজেটের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Powers) ও পুনঃঅর্পণ (Sub-Delegation) সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট পরিপত্রসমূহ সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ১২.৪। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ▪ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অভ্যন্তরীণ ক্রয় কাজে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণের লক্ষ্যে সিপিটিইউ-এর মাধ্যমে সেপ্টেম্বর ২০২১ মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। ▪ উল্লেখ্য, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কয়েকটি শাখায় ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল শাখায় ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম চালু করা হবে। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় ঔষধাগার (সিএমএসডি), তেজগাঁও, ঢাকা'র ক্রয় কার্যক্রম আংশিকভাবে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে । ▪ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় ই-জিপি পদ্ধতি কেন্দ্রীয় ঔষধাগার (সিএমএসডি) ও স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি)-এর মাধ্যমে করা হয়। এ অধিদপ্তরের স্বল্প বাজেটের কিছু ক্রয় কার্যক্রমে

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		ওপেন টেন্ডার ও রিকোয়েস্ট ফর কোটেশন (আরএফকিউ) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ০৫ জন কর্মকর্তাকে ইজিপি বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। ▪ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) কর্তৃক ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক শতভাগ ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপি'র মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ▪ ২০২১-২২ অর্থবছরে উক্ত খাতে কম্পিউটার বাবদ ১৪ লক্ষ টাকা ও আসবাবপত্র বাবদ ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। উক্ত সামগ্রী ইজিপি'র মাধ্যমে ক্রয় করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে এ বছর শতভাগ ইজিপি বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়া ০৫ জন কর্মকর্তা ইজিপি বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। ▪ যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো)-তে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণের লক্ষ্যে এ দপ্তরের ০৪ জন কর্মকর্তাকে সিপিটিইউ-এর ই-জিপি'র উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। (যানবাহন মেরামত সংক্রান্ত যন্ত্রাংশ সংগ্রহের জন্য ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হচ্ছে না।) ভবিষ্যতে এ দপ্তরে সরবরাহের ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ ই-জিপির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। ▪ স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ই-টেন্ডারিং এর জন্য সিপিটিইউ থেকে পৃথক আইডি সংগ্রহ করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এই ইউনিটের BNHA, GNSP ও SSK এর ১২টি বুদ্ধিবৃত্তিক সেবার Expression of Interest (EoI) ইতোমধ্যে

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		সিপিটিইউ-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির ক্রয়/সংগ্রহ ই-জিপি'র মাধ্যমে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্য প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সিপিটিইউ বরারব পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
২.	মসবৈ-০৯(০৪)/২০১৮, তারিখ: ০৯ এপ্রিল ২০১৮ বিষয়-৫: 'আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ আইন, ২০১৭'-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ২৩.২। 'আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র-বাংলাদেশ আইন, ২০১৭'-এর খসড়া সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করিয়া পুনরায় ভেটিং সাপেক্ষে চূড়ান্ত অনুমোদনের নিমিত্ত উপস্থাপন করিতে হইবে।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, আইনটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য গত ০৪ মার্চ ২০১৮ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে 'আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ আইন, ২০১৮'-এর খসড়া সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করে পুনরায় ভেটিং সাপেক্ষে চূড়ান্ত অনুমোদনের নির্দেশনা দেয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় ভেটিংয়ের জন্য বিগত ১৭ মে ২০১৮ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে নথি প্রেরণ করা হয়েছিল। আইনটি পুনঃভেটিং শেষে ০৫ এপ্রিল ২০২১ তারিখে এ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এবিষয়ে একটি সারসংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।

(৫৪) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

১২ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৬৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এর মধ্যে ৬২টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট ০১টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মসবৈ-০৭(০২)/২০১৫, তারিখ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বিষয়-৩: উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	Financial Powers for Development Projects) এবং অনুন্নয়ন বাজেটের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Powers) ও পুনঃঅর্পণ (Sub-Delegation) সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট পরিপত্রসমূহ সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত:** ১২.৪। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।	বিভাগের ১৭ থেকে ২০ গ্রেডের কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোষাক ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয়ের লক্ষ্যে ২০ জুন ২০২১ তারিখে জারিকৃত স্মারকে কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে ই-জিপি সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

বাঃসঃমুঃ ২০২১-২২/৫২৪৪(কমঃসি-৪)—২০০ বই, ২০২১।